

‘৫ ঘণ্টার বেশি
কোথাও জল
থাকছে না’,
শহরের জল-
যন্ত্রণা প্রসঙ্গে
তোপ ফিরহাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ কলকাতার জল জমা থেকে শুরু করে রাস্তা সংস্কার, হোর্ডিং নীতি, ভোটার তালিকা, একাধিক বিষয়ে বলতে গিয়ে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার কলকাতা পুরসভার সাংবাদিক বৈঠকে একাধিক ইস্যুতে সরাসরি অভিযোগ তুললেন তিনি। মেয়রের দাবি, “ছবি তুলে ক্ষমতা পাওয়া যাচ্ছে না। বিজেপির মিথ্যা প্রচার বন্ধ হোক।” বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিতে শুক্রবার শহরের বহু এলাকার রাস্তা জলমগ্ন। কোথাও কোথাও হাটু সমান জল। এ প্রসঙ্গে মেয়রের দাবি, “কলকাতায় পাঁচ ঘণ্টা বাদে জল থাকেই না। সূর্যো প্যাঁচ দিন জল জমে, দিল্লিতেও তাই। আর বিজেপি ছবি তুলে জল জমা দেখিয়ে প্রচার করছে। কিন্তু বাস্তবে জল নামছে। আমাদের দায়িত্ব শুধু ছবি দেখানো নয়, বাস্তবে কাজ করা। আর সেই কাজটাই আমরা করছি।” ফুর্ক ফিরহাদ এও বলেন, “কেদ্র একটা টাকাও দেয় না। পাম্পিং স্টেশন করতে প্রচুর টাকা লাগে। মনে রাখবেন, আমরা মাজিক জানি না, তবু সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যথাসম্ভব কাজ করা হচ্ছে।” এ প্রসঙ্গে মনে করিয়েছেন, যে এবারে পাতিপুকুর



আন্ডারপাসে জল দাঁড়ায়নি। ফিরহাদ বলেন, “সেসব এলাকায় বারবার জল জমে, সেখানে পেভার ব্লক বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভাই স্পট পেলেই রোমতি নির্দেশ। এছাড়াও তারাতলা, গড়াগাছা, বন্দর এলাকা, এবাব জায়গায় জল নিকাশি নেই, পোর্ট ট্রাস্টকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।” রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে শহরে বিজ্ঞাপন নীতিতে বড়সড় রদবদল করা হয়েছে বলেও এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন মেয়র। তিনি জানান, শহরের মূল মোড়গুলির ১৫ মিটারের মধ্যে কোনও হোর্ডিং বসানো যাবে না। ‘মনোপল হোর্ডিং’ বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। মেট্রো-সহ অন্যান্য সংস্থাগুলিকে বিজ্ঞাপনের ৫০ অংশ পুরসভার মারফত করতে হবে। হেরিটেজ ভবনে কোনও বিজ্ঞাপন না। ফ্লেক্সের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব বানান ব্যবহারের নির্দেশ। উল্লেখ্য সমন্বয়গুলিকে হোর্ডিংয়ে নিজেদের নাম রাখতে হবে। প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ভোটার তালিকায় নাম কাটা নিয়ে অভিযোগ প্রসঙ্গেও ফিরহাদ বলেন, “মহারাষ্ট্র বা দিল্লির মতো বাংলাতেও ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে নির্বাচনে জেতার যড়যন্ত্র করছে বিজেপি। এটা ওদের পুরনো খেলা। কিন্তু আমরা ওদের নাম কেটে নিতে দেব না। ওই লড়াই সাধারণ ভোটারদের অধিকারের জন্য।” মেয়র জানান, মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছে, “একজন মানুষও যাতে অন্যায্য ভাবে বাদ না যায়, সেটা নিশ্চিত করব।” পার্কিং ও হোর্ডিং মাফিয়া প্রসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে মেয়র বলেন, “পার্কিং ব্যবস্থা আরও স্বচ্ছ করতে অ্যাপ তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত কমিশনারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পার্কিং মাফিয়া বা অ্যাডভাইজিং মাফিয়ার বরদাস্ত করা হবে না।” বৃহস্পতিবার বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী দাবি করেছিলেন, বাংলার ভোটার লিস্ট থেকে ভুলো ৭০টা আসনেও জিততে পারবে না। এ প্রসঙ্গে ফিরহাদ বলেন, “তৃণমূলকে হারানোর ক্ষমতা কারও নেই। বিজেপি ২৫টা আসনও পারে না।”

বিহারের পর বাংলায় এসআইআর?
বেতন বৃদ্ধির পর বিএলও-
দের ট্রেনিং ঘিরে জল্পনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হওয়ার আশঙ্কা করছেন অনেকে। ইতিমধ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন ও বিশেষ ড্রাইভের কাজে যুক্ত বিএলও এবং সুপারভাইজারদের ন্যূনতম বাসরিক বেতন একধাক্কায় প্রায় দ্বিগুণ করেছে নির্বাচন কমিশন। তাতে কৌতূহল আরও বেড়েছে। শুক্রবার বিষয়টি আবারও সংবাদ শিরোনামে এল কারণ কলকাতা সহ জেলায় জেলায় বিএলও-দের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সিইও জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন বললে রাজ্যেও ভোটার তালিকা সংশোধন হবে। কিন্তু বিএলও-দের হটা ট্রেনিং কেন? এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বক্তব্য, এসআইআরের জন্য এই ট্রেনিং তেমনটা নয়। দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের একটি ইলেকট্রনিক্সে এই ট্রেনিং চলছে। সারা দেশ থেকে বিএলও-রা আসছেন। বাকি প্রতি রাজ্যেও এই ট্রেনিং চলছে। ডিডিও কনফারেন্সে সিইও নিজে রয়েছেন। তিনি এও জানান, শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানে ট্রেনিং হয়েছে, শনিবার কলকাতায় ট্রেনিং রয়েছে, ববিহার ট্রেনিং হবে মেদিনীপুরে, ২৮ তারিখ জলপাইগুড়িতে। সুতরাং খবর, আগস্ট মাস থেকেই বাংলায় ভোটার তালিকা বিশেষ সংশোধন হতে পারে। তবে সিইও জানান, এই বিষয়টি তাদের এজিয়ারে পড়ে না। পুরো সিদ্ধান্তই নেবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।



এগোচ্ছে। প্রসঙ্গত, কমিশনের নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, বৃথ লেভেল অফিসাররা বছরে ১২ হাজার টাকা এবং বিএলও সুপারভাইজাররা ১৮ হাজার টাকা করে পাবেন। পাশাপাশি, বিশেষ ড্রাইভের জন্য বিএলওদের অতিরিক্ত ২ হাজার টাকা ইনসেন্টিভও দেবে কমিশন। ২৪ জুলাই প্রকাশিত নির্দেশে কমিশন জানিয়েছে, ২০১৫ সালের পুরনো নির্দেশ বাতিল করে এই নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর করা হচ্ছে। সমস্ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের জানানো হয়েছে, এই নির্দেশ ক্রম বাস্তবায়ন করে সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দিতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে মিঠুনের ‘দাদাগিরি’,
পাল্টা ‘জলচোড়া’ কটাক্ষ কুনালের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বেশ কয়েকদিন ধরেই রাজ্য রাজনীতিতে কুনাল ঘোষ এবং মিঠুন চক্রবর্তীর উত্তর-প্রত্যুত্তরের পর্ব চলছে। তবে বেশির ভাগ সময়েই তৃণমূল মুখপাত্রকেই কটাক্ষ করতে শোনা গেছে। কটাক্ষের সত্তাপাত হয়েছে দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভা থেকে সেখানে মিঠুনের শীত বস্ত্রের মত পোশাক নিয়ে কটাক্ষ শুরু করেন কুনাল। আরও মিঠুন ও পাল্টা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন মার খেয়ে বাড়ি ফিরবেন না। পারলে মেরে আসবেন। এর পাল্টা কুনালও বলেছেন যে মিঠুন চক্রবর্তী রাজনৈতিক পরিভাষা জানেন না তিনি শুধু মাত্র গুস্তামি করছেন। রাজনীতি করতে হলে মুন্সের ভাষা ঠিক করুন। ঠিক এর অব্যবহিত পরেই মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রয়াণ দিবসে তাকে শ্রদ্ধা না জানানোয় কুনাল আবারও সরব হন। ঠিক ওই একই দিনে সংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় কুনাল ঘোষকে পাচ নর্দমার সাথে তুলনা করে কটাক্ষ করেন দাদা সাহেব ফলকে প্রাপ্ত ডিস্কো ডান্সার মিঠুন চক্রবর্তী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কুনাল আবার ফির্ডি পোর্ট করে এগ্ন হ্যাভেলে মিঠুন চক্রবর্তীকে ‘জলচোড়া’ বলে তির্যক মন্তব্য করেছেন। প্রসঙ্গত রাজনৈতিক মঞ্চে একবার ফিরের ডায়ালগ

বলতে গিয়ে মিঠুন নিজেই জাত গোথরো বলেছিলেন। এই কটাক্ষ যে সেই সংলাপের পরিপন্থী তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

দেব-কেও
ছাড়লেন না
কুনাল

কুনাল তার এগ্ন হ্যাভেলের পোস্টে সাংসদ এবং অভিনেতা দীপক অধিকারীকে, যাকে বাংলার



সিনেমা শ্রেমী মানুষ দেব বলেই চেনেন তার কথা উল্লেখ করেছেন। কুনাল বলেছেন, “আমাদের দল এবং ব্যক্তিদের সম্পর্কে কুৎসা করলেও দেব মিঠুনের সঙ্গে সিনেমোতে অভিনয় করে। তার সঙ্গে ছবি দেয়।” কুনাল তির্যক মন্তব্যে যে দেব-কেও ছাড়েননি তা বলাই বাহুল্য। তবে সেন্সোলাচকরা

বলেছেন দেব হোক কিংবা মিঠুন অভিনয় তাদের পেশা। পেশা গত কারণে তারা একসাথে ছবি করতেই পারেন। তার তৃণমূল কংসেস এবং রাজনীতির উর্ধে। প্রসঙ্গত দেব ও অনেকবার রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার কথাও বলেছেন প্রকাশ্যে। সবচেয়ে বড় কথা দেব এবং মিঠুনের পেশাগত সম্পর্কের মধ্যে যে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা বা গুঞ্জন নেই তাও দেব স্পষ্ট করেছেন বিভিন্ন সময়ে। এতেও কুনাল খেয়ে থাকেননি তিনি বলেন, “দেব মিষ্টি, আমি



দুষ্টি তাই আমার নাম শুনেই জলচোড়া তেলে বেগুনে জলে উঠেছেন।” সবমিলিয়ে আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক মঞ্চে ‘তু তু মায় মায় জমে উঠেছে।’ তবে শেষ হাসি কে হাসবে মিঠুন না কুনাল তা বলবে ২০২৬ এর বিধানসভা নিবাচনে মানুষের রায়।

বাংলার সীমান্তে ভোটার তালিকায়
নাম তুলতে হুড়োহুড়ি কেন?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বিহারে নভেম্বরে ভোট। তার আগে শেপশ্যাল ইন্টেনসিভে রিভিশন কার্যত শেষের পথে। যা নিয়ে রাজনীতিতে তীব্র বিরোধিতা শুরু হয়ে গেছে। সেই আতঙ্কের ঢেউ এখন আছড়ে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতেও। গত ৭ দিনে একাধিক জেলায় ভোটার তালিকায় নাম তোলার হিড়িক পড়ে গেছে। কিন্তু কেন? নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যের সীমান্তের বেশিরভাগ জেলায় ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদনের সংখ্যা এক ধাক্কায় তিন গুণ বেড়ে ৭৫ হাজার ছুয়েছে। সাধারণত যেখানে সংখ্যে ২০-২৫ হাজারের বেশি আবেদন আসে না। এই জেলাগুলির মধ্যে মূলত রয়েছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, নদিয়া, দুই ২৪ পরগনা। এখন একটাই প্রশ্ন- হঠাৎ ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য এত তাড়াহুড়ো কেন? আসলে



বাংলার সীমান্তের মানুষের মধ্যে ‘নাগরিকত্ব হারানোর’ আতঙ্ক তীব্র। কারণ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে, আগামী দিনে এসআইআরের সময় নাগরিকত্ব প্রমাণের পথে বড় বাধা আসতে পারে। ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে এনএআরএ-এর আওতায়

‘পশ্চাব্যক’ বা সীমান্তে ফেরত ভোটারের খুঁকির কথাও প্রচার হচ্ছে সীমান্তে। একাধিক জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, বয়স্করা, যারা এতদিন পরিচয়পত্রের ব্যক্তি এড়িয়ে ভোট

দিয়ে এসেছেন, তারাও ছুটছেন ফর্ম ৬ জমা দিতে। কারণ, ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে, নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, তাৎক্ষণিকভাবে চলে যাবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিহারের পর কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ-সহ হলেও, বছরের একেক সময়ে এমন চালু করতে পারবে কেন্দ্রের একাধিক

কল্যাণের
উপর
চরম বিরক্ত,
মামলাই
ছেড়ে দিলেন
বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর চরম বিরক্ত বিচারপতি। এজলাসেই জানালেন মামলা ছাড়ার কথা। বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুনে গুত পুলিশ অফিসার রত্না চক্রবর্তীর জামিন মামলা ছাড়লেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। শুক্রবার আদালতে বিচারপতি ও আদালত সম্পর্কে রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ যে মন্তব্য করেছেন, তাতেই ফুর্ক বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। বিচারপতি ঘোষ এদিন বলেন, “অনেকক্ষণ ধরে আদালত সম্পর্কে নানা মন্তব্য করছেন। সহের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আপনার লেকচার আদালত শুনবে না। আমি এই মামলা ছেড়ে দিচ্ছি। অন্য কোনও বেছে যান।” অভিজিৎ খুনে কিছুদিন আগেই প্রেফকতার হন পুলিশ অফিসার রত্না চক্রবর্তী। আজই



(শুক্রবারই) তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন চান কল্যাণ। আদালত অস্বীকার করে। আদালত জামিন দিতে না চাওয়ায় কল্যাণ অন্য এক বিচারপতির (জামিনের মামলা শোনেন, এমন বিচারপতি) নাম করে মন্তব্য করেন, এরকম আচরণ উনিও করেন। আমাদের বিচারপতিদের কুপার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। এটাই দুর্ভাগ্য। এরপরই চরম বিরক্ত হন বিচারপতি। কল্যাণকে কার্যত পাল্টা ধমক দিয়ে মামলা ছাড়ার কথা জানিয়ে দেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। বিচারপতি বলেন, “কোট এমন আচরণ বরাদ্দ করবে না।” এদিন শুরুতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিআই-এর বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। প্রশ্ন তোলেন চার বছর পর হঠাৎ কেন প্রেফকতার? বিচারপতি বলেন, “আমি সপ্তাহে সোমবার থেকে ১৫ দিন তিনি সার্কিট বেঞ্চে থাকবেন, তাই পরের অংশ ১৫ দিন পরে শুনবেন। একইসঙ্গে ক্রম শুভানি চাইলে তিনি বলেন, “অন্য এজলাসে শুভানির সুযোগ রয়েছে।” বিচারপতি বলেন, “এই মামলা আজই শেষ করে রায় দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এর মধ্যে অনেক আইনি দিক অ” তারপরও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তর্বর্তী জামিনের জন্য বারবার আবেদন করেন।

সংবিধানের বিধির পরিপন্থী
‘অপরাজিতা বিল’
ফেরালেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ ‘অপরাজিতা বিল’ ফেরত পাঠালেন রাজ্যপাল সি ডি আনন্দ বোস। গত বছর বিধানসভায় ওই বিল পাশ হওয়ার পর তা পাঠানো হয় রাজ্যসভায়। তারপর সেটি ছিল রাষ্ট্রপতির কাছে। সেই বিল আবার ফিরে গেল রাজ্য সরকারের কাছে। রাজ্যসভায় তারফে দাবি করা হয়েছে, ওই বিল সংবিধানের নির্দিষ্ট কিছু বিধির পরিপন্থী। এমনকী শীর্ষ আদালতের রায়েরও পরিপন্থী বলে দাবি করা হয়েছে। অন্য সব বিল রাজ্যপালের কাছে গেলেও রাজ্যপাল নিজে সংবিধান এবং আইন দেখেই সই করেন। কিন্তু এটি সম্প্রসারণের বিষয় সংক্রান্ত বিল হওয়ায় কেন্দ্রের এবং রাষ্ট্রপতির



কনসার্নস-এর কথা মাথায় রেখে বিল ফেরত পাঠানো হল। গত বছর আগস্ট মাসে আরজি করে এক তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন

করা হয়। এরপর বিধানসভায় বিল পাশ হয়। বর্তমানে যে আইন আছে তার থেকেও কড়া শাস্তির কথা বলা হয় ওই বিল। তাতেই কেন্দ্রের আপত্তি রয়েছে বলে সূত্রের খবর। সূত্রের খবর, ‘অপরাজিতা বিল’ নিয়ে নবাবের থেকে কয়েকটি বিষয় জানতে চেয়েছে রাজ্যসভা। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে রাজ্যসভার কাছে ওই বিষয়গুলি জানতে চাওয়া হয়েছে। বিল ফেরত পাঠানোর পরই সরব হয়েছে তৃণমূল। প্রশ্ন তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন শাসক দলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। তিনি লিখেছেন, ‘ধর্ষণ-খুনে মৃত্যুদণ্ডকে অতিরিক্ত নিষ্ঠুর সাজা বলে চিহ্নিত করে আপত্তি করল তারা? এটা সত্যি হলে তীব্র প্রতিবাদ রইল।’

সল্টলেকে জলমগ্ন
রাস্তা, সাঁতার কেটে
প্রতিবাদ যুব মোর্চার



দুরন্ত বার্তা, সল্টলেক, ২৫ জুলাইঃ বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন সল্টলেকের রাস্তা। আর সেই জলমগ্ন রাস্তাতেই অভিনব প্রতিবাদে শামিল হলেন বিজেপির যুব মোর্চার কর্মীরা। ইসি ব্লক ও এফডি ব্লকের মধ্যবর্তী এলাকায় জমে থাকা হুটিজলেই সাঁতার কাটলেন তারা। যা দেখতে রাস্তায় ভিড জমল কৌতূহলী জনতার। পরে পুলিশ এসে তাঁদের সরিয়ে দেয়। বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে লাগাতার বৃষ্টিতে শহরের একাধিক এলাকা জলমগ্ন। সল্টলেকের বাসিন্দারা অভিযোগ করছেন, নিকাশির খারাপ ব্যবস্থার ফলেই নর্দমার জল রাস্তায় উঠে এসেছে। বিজেপির যুব নেতা সঞ্জয় পড়্যা কটাক্ষের সূত্রে বলেন, “নিকাশি ব্যবস্থা এ রাজ্যে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। তৃণমূল সরকার ইকো সিস্টেম ধ্বংস করেছে বলেই এই অবস্থা। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তাঘাট পুঁজুর হয়ে যাচ্ছে। এবার থেকে সুইমিং পুলে গিয়ে সাঁতার কাটার দরকার পড়বে না, বাড়ির সামনেই রাস্তা পুকুর হয়ে যাচ্ছে।” প্রসঙ্গত, ঘটনাস্থলের কয়েকশো মিটার দূরেই রয়েছে বিধাননগর পুরনিগমের দফতর। স্থানীয়দের প্রশ্ন, পুরনিগম ও প্রশাসনের নজরদারির অভাবেই কি এই দুর্ভাগ্য? তবে এ ব্যাপারে বিধাননগর পুর নিগমের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

বাংলাকে কি ইচ্ছাকৃতভাবে
বাদ? ১০০ দিনের কাজ
নিয়ে সংসদে কেন্দ্রের জবাবে
নেই পশ্চিমবঙ্গের নাম

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাইঃ ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের টানাপোড়নে বহু পরনো। সেই ইস্যুতে এবার ফের আগুন লাগে পড়ল। রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়নের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্র যে রাজ্যভিত্তিক তালিকা দিয়েছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের নামই নেই। কেন্দ্র বলেছে, বর্তমানে কোনও রাজ্যের কোনও বকেয়া নেই। কিন্তু তালিকায় বাংলার নাম না থাকাকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্কে ছড়িয়েছে। ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম রয়েছে ওই তালিকায়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ অনুপস্থিত! তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও ব্রায়নে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, “বাংলা কি ভারতের মানচিত্রের বাইরে? এটা বাংলার মানুষের চরম অপমান। উদ্দেশ্যপ্রসেদিতভাবেই বাদ দেওয়া হয়েছে।” কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের দেওয়া তথ্যে বলা হয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ২১ জুলাই পর্যন্ত মনবেগায় রাজ্যগুলিকে মোট ৪৪,৪৭১.৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং কোনও বকেয়া নেই। তবে এই ‘তথ্যনির্ভর’ রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের নামই নেই। অথচ কেন্দ্রীয় তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরে ১৫.৯৯ কোটি পরিবার মনবেগায় নাম নথিভুক্ত করেছেন, কাজ করেছেন ৭.৮৮ কোটি মানুষ। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, কেন্দ্র ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে বাংলার প্রায় ৭০০ কোটি টাকা অটিকে রেখেছে। কেন্দ্রের বঞ্চনা প্রসঙ্গে সম্প্রতি বিজেপিকে নিশানা করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক



অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, “এটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিহিংসার রাজনীতি। বাংলা থেকে পরাজিত হয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে বিজেপি। বারে বারে বাংলাকে অপমান করা হচ্ছে, ভোট বাজে জবাব পাাবে মোদি সরকার।” অন্যদিকে, কলকাতা হাইকোর্টে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ১ আগস্ট থেকে রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ ফের চালু করতে হবে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, কেন্দ্র নজরদারি চালাতে পারে, শর্ত দিতে পারে, কিন্তু কাজ বন্ধ রাখা আইনসঙ্গত নয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের নতুন পর্বে মোদি সরকারের এই অবস্থান বাংলার মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। তৃণমূল বলছে, এটা শুধু প্রশাসনিক অবহেলা নয়, একেবারে ‘রাজনৈতিক অবরোধ’।

বাংলায় ভোটার
তালিকা
সংশোধনের
আগে প্রস্তুত
থাকতে চাইছে
বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে চরমে রাজনৈতিক তরঙ্গ। এরই মধ্যে বাংলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ জাতীয় নির্বাচন কমিশন শুরু করতে চলেছে বলে সূত্রের খবর। আগস্টে ম্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন শুরু হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে দলীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে বিজেপি। ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার জন্য দলের কর্মীদের কেন প্রশিক্ষণ দিচ্ছে গুরুত্বা? শিবির? প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা কী কাজ করবেন? বিহারে ভোটার তালিকা থেকে ৫৬ লক্ষের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। কাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে, তাও জানিয়েছে কমিশন। তবে তাতে বিতর্ক খামেনি। এই পরিস্থিতিতে কমিশন বাংলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরুর আগে প্রস্তুত থাকতে চাইছেন শমীক ভট্টাচার্য। তাই, দলের নেতাকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে বঙ্গ বিজেপি। ইতিমধ্যেই সেই প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করেছে



তারা। জানা গিয়েছে, দলের নেতা-কর্মীদের দুটি ধাপে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। একটি বিএলও ওয়ান। যা বিধানসভা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ। অন্যটি বিএলও টু। যা বৃথভিত্তিক। প্রত্যেক বিধানসভায় তিনজন করে বিএলও ওয়ান থাকছেন। এই তিনজনের নাম ইলেকট্রনিক্স রিজিস্ট্রেশন অফিসার এবং ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার তথা জেলাশাসকের কাছে জমা দিতে হবে। বিএলও ওয়ান হিসাবে যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, তাঁরাই বিএলও টু-দের প্রশিক্ষণ দেবেন। বিএলও ওয়ান হিসাবে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার নেতা-কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বিজেপি। আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত চলবে প্রশিক্ষণ। বিজেপির বক্তব্য, ভোটার তালিকা সংশোধনে এটা নতুন প্রক্রিয়া। সাধারণ মানুষ অনেকক্ষেত্রেই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত না থাকতে পারেন। ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় ভোটারদের ফর্ম পূরণে সাহায্য করবেন এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা। কিংবা কোন নথি জমা দিতে হবে, সেগুলো জানাবেন। তাছাড়া, অনেকসময় বৃথ লেভেল অফিসারদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ ওঠে। সেই গাফিলতিও যাতে না হয়, সেসব দিকে নজর রাখবেন এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার দিন ঘোষণা

কলকাতা, ২৫ জুলাই : স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রস্তাবে অনুমোদন রাজ্যের। আগামী ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর এসএসসির নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার প্রস্তাবে অনুমোদন দিল রাজ্য। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর নবম ও দশমের নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা, আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর একাদশ ও দ্বাদশের নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা নেবে এসএসসি। গত বৃহস্পতিবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানান, শিক্ষা দফতরের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ওই দুই তারিখে পরীক্ষার জন্য সবুজ সঙ্কেত মিলেছে। ৭ সেপ্টেম্বর হবে নবম-দশমের, ১৪ সেপ্টেম্বর একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা।

প্রধানমন্ত্রী ২৭ ও ২৮ জুলাই দুদিনের সফরে তামিলনাড়ু যাবেন

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৭ ও ২৮ জুলাই দুদিনের সফরে তামিলনাড়ু যাবেন। তিনি আরিয়ালুর জেলার গঙ্গাইকোণ্ডা চালা পুরমে রাজা রাজেন্দ্র তেলো- প্রথমের গান্ধেয় উপত্যকা জয়ের হাজার বছর পালন উসবে যোগ দেবেন।ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃত বৃহদিশ্বরী মন্দিরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী এই উপলক্ষে একটি স্মারক মুদ্রার প্রকাশ করবেন। প্রধানমন্ত্রী ২৮ জুলাই তৃতিকোরিনে একটি পরিমার্জিত অত্যাধুনিক বিমানবন্দরের সূচনা করবেন তিনি। ১৯৯২ সালে নির্মিত এই বিমানবন্দরটি ৬৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

স্কুলের ছাদ ভেঙে পড়ায় আহত শিক্ষার্থীদের দ্রুত আরোগ্য কামনা র‍াষ্ট্রপতি মুরূর



নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : রাজস্থানে স্কুলের ছাদ ভেঙে পড়ায় আহত শিক্ষার্থীদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।শুক্রবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, রাজস্থানের ঝালাওয়ারে একটি স্কুলের ছাদ ভেঙে পড়ার ফলে অনেক শিক্ষার্থীর মৃত্যু ও আহত হওয়ার খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন শোকারভেত পরিবারগুলিকে এই যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি দেন। এই দুর্ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। প্রসঙ্গত, টানা বৃষ্টিতে শুক্রবার ভয়াবহ দুর্ঘটনা হয় রাজস্থানে। ছামুড়িয়ে ভেঙে পড়ে স্কুলবাড়ির ছাদ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৪ পুতুরা। আহত হয় অন্তত ১৭। এই লেখা পর্যন্ত ধ্বংসস্তুপের নিচে কয়েকজন পড়ুয়া আটকে বসে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাদের উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে।

সাপ ধরায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সাপমিত্রদের, মিলবে পরিচয়পত্র ও ১০ লক্ষ টাকার বিমাঃচন্দ্রশেখর বাওনকুলে।

মুম্বই, ২৫ জুলাই : সাপ রক্ষা ও বনজীবীদের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ এড়াতে কাজ করা ‘সাপমিত্র’দের জন্য সুখবর দিল মহারাষ্ট্র সরকার। এবার থেকে সাপমিত্ররা পাবেন সরকারি পরিচয়পত্র ও ১০ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনাজনিত বিমা। শুক্রবার এই ঘোষণা করলেন মহারাষ্ট্রের রাজস্বমন্ত্রী চন্দ্রশেখর বাওনকুলে।

শুক্রবার সকালে সচিবালয়ে এক বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের তিন জানান, গ্রামীণ এলাকায় বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সাপ ধরার কাজ করেন বহু সাপমিত্র। তাদের কাজের স্বীকৃতি দিতে এবার সরকার তাদের ‘ প্রয়োজনীয় পরিষেবা’ এবং ‘ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার’এর মর্যাদা দেওয়ার বিষয়েও ভাবনা-চিন্তা করছে।এদিন মন্ত্রী আরও বলেন, বহুদিন ধরেই সাপমিত্রদের দুর্ঘটনাজনিত বিমা দেওয়ার দাবি উঠছিল। সেই প্রেক্ষিতে এবার তাদের জন্য পৃথক পোটাল তৈরি হবে, যেখানে প্রত্যেক সাপমিত্রের বিবরণিত তথ্য থাকবে। সেই পোটাল থেকে বন দফতরের ওয়েবসাইটে, যাতে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনে সাপমিত্রদের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারেন।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (বন দফতর) মিলিন্দ মহেসরক, প্রধান বন্যপ্রাণ সংরক্ষক এম. শ্রীমাবা রাও,অ প্রাইভ্যা সাপমিত্র ও পশুমিত্র সংঘের সভাপতি অধ্যাপক সন্তোজীরাও পাটিল প্রমুখ।

আবারও ‘মন কি বাত’-এ প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, রবিবার সকালেই দেশজুড়ে শোনা যাবে নরেন্দ্র মোদীর চিন্তাভাবনা

নয়াদিল্লি,২৫ জুলাইঃনয়াদিল্লির বুকে গ্রীষ্মের শেষ লগ্নে এক রবিবার সকাল। যখন রাজধানী শহর ও দেশের নানা প্রান্তে মানুষ ব্যস্ত নিজেরদের কাজকর্মে, তখনই আকাশবাণী ও দুর্দশনের তরঙ্গের ওপারে ভেসে আসবে এক পরিচিত কণ্ঠস্বর-ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। কারণ আবার আসছে মাসিক বেতার অনুষ্ঠান ‘ মন কি বাত’। আগামী ২৭ জুলাই, রবিবার, সকাল ১১টায় সম্প্রচারিত হবে ‘মন কি বাত’-এর ১২৪তম পর্ব।দেশবাসীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের এই অনুষ্ঠান প্রধানমন্ত্রী মোদীর এক অন্যনা প্রয়াস। ২০১৪ সালের অক্টোবরে প্রথমবারের মতো এই অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন তিনি।

উদ্দেশ্য ছিল একটি-সরকার আর সাধারণ মানুষের মধ্যে যে দূরত্ব, তা কমিয়ে আনা। সাধারণ মানুষ যেন শুধুমাত্র নির্বাচনের সময়ে ভোটার না হয়ে ওঠেন, বরং দেশের উন্নয়নে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। সেই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর এই অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে মানুষের মনের কথা শোনার এবং নিজের ভাবনাগুলি ভাগ করে নেওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।‘মন কি বাত’ শুধুই কোনও রাজনৈতিক বক্তৃতা নয়। বরং, এটি এক ধরনের মানসিক সংযোগের মধ্য, যেখানে প্রধানমন্ত্রী কখনও দেশবাসীর উদ্ভাবনী শক্তি, কখনও তাঁদের সাহসিকতার কাহিনি, আবার কখনও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতি, উসব, এবং ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি এও তুলে ধরেন কীভাবে সাধারণ মানুষ সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছেন।আগামী রবিবার সকাল ১১টায় সম্প্রচারিত হবে এই অনুষ্ঠানের ১২৪তম পর্ব। সেই মুহূর্তে আকাশবাণী এবং দুর্দশনের সমস্ত চ্যানেলে একযোগে শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর কণ্ঠ। এছাড়া ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ‘ মন কি বাত’ সম্প্রচারিত হবে নিউজ অন এআইআর (NewsOnAIR) মোবাইল আপ, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় (PMO)-র ওয়েবসাইট, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ইউটিউব চ্যানেল এবং সরকারি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে অর্থাৎ, রেডিও বা টিভির বাইরে যারা স্মার্টফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুনতে চান, তাদের জন্যও উপলব্ধ থাকবে বিকল্প উপায়।সাধারণত ‘মন কি বাত’-এর প্রতিটি পর্বই কোনও না কোনও সামাজিক বার্তা থাকে। কোনও বিশেষ উপলক্ষকে ঘিরে

স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ-এ চলতি অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত ৬০৬ কোটির বেশি টাকা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারঃভি সোমান্না

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)-এ চলতি অর্থবর্ষে এ পর্যন্ত (১৫০৭২৫ পর্যন্ত) কেন্দ্রীয় সরকার ৬০৬.১৫ কোটি টাকা দিয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। ওই বছর কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিল ২,৮৪৯.৯৫ কোটি টাকা। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার সবচেয়ে বেশি অর্থ দিয়েছিল ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে, ২১,৬২৯.৭৯ কোটি টাকা। বৃহৎপতিবার লোকসভায় এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি প্রতিমন্ত্রী ভি সোমান্না। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের বেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআই



প্রধানমন্ত্রী সমাজের একটি নির্দিষ্ট সমস্যা বা ইতিবাচক দিক তুলে ধরেন। কখনও তিনি দেশবাসীর মধ্যে সচেতনতা বাান জল সংরক্ষণ, পরিবেশ রক্ষা বা নারীদের ক্ষমতায়নের মতো বিষয় নিয়ে। আবার কখনও প্রশংসা করেন কোনও কৃষক, কোনও শিক্ষিকা, কোনও সমাজসেবীর কাজের, যারা স্থানীয় স্তরে ইতিবাচক বদল এনেছেন।২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর নতুনভাবে গঠিত মন্ত্রিসভার নেতৃত্বে মোদী যখন তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ শুরু করেছেন, তখন ‘ মন কি বাত’-এর গুরুত্ব আরও বেড়েছে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই প্রধানমন্ত্রী মানুষের সঙ্গে নিয়মিত সরলাপে থাকছেন, তাদের কথা শুনছেন, তাদের উৎসাহ দিচ্ছেন, এবং মাঝে মাঝেই তাদের কাছ থেকেও পরামর্শ চাইছেন।জুজোর ব্যাপার হল, এই অনুষ্ঠান অনেক সময় একমুখী না হয়ে উঠলেও, এর প্রস্তুতিপর্বে এক ধরনের জনগণতান্ত্রিক আলোচনা চলে। দেশের সাধারণ মানুষ নিজদের অভিজ্ঞতা, অনুপ্রেরণার কাহিনি অথবা কোনও সমাজস্বী উদ্যোগের কথা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পাঠান। সেইসব বাছাই করা বার্তা এবং অভিজ্ঞতাগুলিকেই ‘ মন কি বাত’-এর প্ল্যাটফর্ম থেকে দেশবাসীর সঙ্গে ভাগ করে নেন প্রধানমন্ত্রী। ফলে এই অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে জনজীবনের অভিজ্ঞতা ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির এক মিলনক্ষেত্র।জন্মতুর্পর্ববর্তী পর্বগুলিতে প্রধানমন্ত্রী কখনও গরিম।গ্রামীণ উন্নয়নের উদাহরণ দিয়েছেন, কখনও কথায় কথায় তুলে ধরেছেন দেশের কোনও প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুতের প্রথম আলো পৌঁছানোর

অনুভব। কখনও তিনি বলেছিলেন উত্তরাখণ্ড বা মেঘালয়ের কোনও তরুণ সমাজকর্মীর কথা, আবার কখনও উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের সাফল্যের গাথা। পরিবেশ সংরক্ষণ, আত্মনির্ভর ভারত, ক রোন। পরবর্তী সমাজগঠন, কন্যা শিশুর সুরক্ষা, যুব সমাজের প্রযুক্তি-নির্ভরতা-এমন নানা বিষয় ঘিরে গত এক দশকে ‘মন কি বাত’ হয়ে উঠেছে এক সামাজিক চেতনার প্রতিফলন।তবে কেবল শহর বা শিক্ষিত শ্রেণি নয়, এই অনুষ্ঠান জনপ্রিয় হয়েছে দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল, আদিবাসী অঞ্চল এমনকি সীমান্তবর্তী এলাকাতেও। সরকারি আধিকারিকদের সহায়তায় স্কুল, পঞ্চায়েত ভবন, ব্লক অফিসে আয়োজন হয় সরাসরি সম্প্রচারের। তাতে স্থানীয় বাসিন্দারাও সাপিল হন। তাদের মধ্যেও এই অনুষ্ঠানের একটি গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। বার্তা যেখাছেন, প্রধানমন্ত্রী শুধু দিল্লির লালবাতি ঘেরা দুনিয়ায় আবদ্ধ নেই, তিনি তাদের কথাও বলছেন, তাদের কাহিনিও দেশের সামনে তুলে ধরছেন।জুজবাবিারের অনুষ্ঠানেও এমনই কিছু বার্তা উঠে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। মোদীর ‘মন কি বাত’-এর ভাষ্য সব সময় এক ধরনের সমাধিপায়ী বার্তা বহন করে। জুলাই মাসে যখন বর্ষা প্রলভভাবে সক্রিয়, কৃষিকাজ করার এক আশাবাজক প্রয়াস বলেই ধরা যায়।তাই, আগামী রবিবার সকাল ১১টা, শুধুমাত্র একটি রেডিও অনুষ্ঠান নয়-এ যেন দেশের সঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক মনের যোগাযোগের পর্ব, যাকে ঘিরে প্রতি বারের মতোই তৈরি হচ্ছে প্রত্যাশা, আগ্রহ ও আলোচনার পরিসর।

অনেক সময় শুধুই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আবদ্ধ থাকে না। বরং, তিনি দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা দেন প্রতিকূলতাকে জয় করার সাহস জোগাতে। তার প্রমাণ মিলেছে অতিমারীর সময়েও, যখন ‘মন কি বাত’-এর পর্বগুলিতে তিনি শুধুমাত্র নির্দেশ দেননি, বরং মানুষকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং একজোট থাকার বার্তা দিয়েছিলেন।আবার কখনও মন ছুঁয়ে গিয়েছে তাঁর সহজ, আবেগঘন বক্তব্য। যেমন, কোনও অটোন। মানুষের সাফল্যের কথা তুলে ধরে তিনি বলেছেন, এই হল ভারত, এই হল আমাদের শক্তি। আবার কখনও এক শিশুর হাতে প্লাস্টিক মুক্ত অভিযানের নেতৃত্বের কথা শুনিয়ে তিনি ব্যুত্থিয়েছেন, ছোট উদ্যোগেরও কত বড় প্রভাব থাকতে পারে।এই ধরনের বার্তাই ‘ মন কি বাত’-কে কেবল একটি প্রথাগত রেডিও অনুষ্ঠান না রেখে এক সামাজিক আন্দোলনের রূপ দিয়েছে। এই অনুষ্ঠান ঘিরে যে আলোচন। পরিসর তৈরি হয়, তা বহু সময় সামাজিক মিডিয়াতেও প্রবল সাড়া ফেলে। আলোচনা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে, সংবাদমাধ্যমের চৌহদ্দিতে, পাড়ার ক্লাবের আড্ডাতেও।আসর ১২৪তম পর্বও প্রধানমন্ত্রী কোন বিষয়গুলির উপর জোর দেনেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে অভিজ্ঞতা বলে, তিনি আবারও তুলে ধরবেন সাধারণ মানুষের অসাধারণ কাহিনি, কোনও নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা, অথবা কোনও নির্দিষ্ট সামাজিক বার্তা। ভারতের ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং মানুষের বহুমাত্রিক জীবনের এক উজ্জল প্রতিফলন যে ‘ মন কি বাত’, রবিবারের পর্বও সেই ধারাবাহিকতাকেই এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা।যখন দেশ স্বাধীনতার ৭৮তম বছরে পা রাখতে চলেছে এবং ‘ আমৃত মহোৎসব’-এর আবেহ আয়োজিত ভারত গড়ার স্বপ্ন লালন করছে, তখন এই ধরনের অনুষ্ঠান দেশের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করার এক আশাবাজক প্রয়াস বলেই ধরা যায়।তাই, আগামী রবিবার সকাল ১১টা, শুধুমাত্র একটি রেডিও অনুষ্ঠান নয়-এ যেন দেশের সঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক মনের যোগাযোগের পর্ব, যাকে ঘিরে প্রতি বারের মতোই তৈরি হচ্ছে প্রত্যাশা, আগ্রহ ও আলোচনার পরিসর।

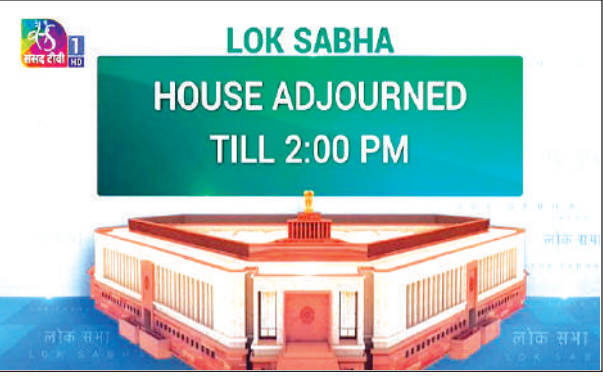
প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার-এর আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ বাড়িয়ে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত করা হয়েছে

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার-এর জন্য আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ বাড়িয়ে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত করা হয়েছে। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)।পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, এবছরের ১ এপ্রিল থেকে জাতীয় পুরস্কার পোটাল থেকে awards.gov.in -এ আবেদন গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। সাহসিকতা, সমাজ সেবা, পরিবেশ, খেলাধুলা, শিল্প-সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য শিশুদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়।এ বছরের উর্ধে ১৮ বছরের নীচে (৬১ জুলাই, ২০২৫-এর হিসেবে) যে কোনো ভারতীয় নাগরিক এবং



ভারতে বসবাসকারী শিশু এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য।যে কোনো নাগরিকের কাছ থেকে আবেদন শুধুমাত্র https:awards.gov.in - জাতীয় পুরস্কার পোটালের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। পুরস্কারের জন্য স্ব -মনোনিয়ন এবং সুপারিশ উভয়ই অনলাইনে করা যাবে।

সংসদে বিক্ষোভ বিরোধীদের, দুপুর ২টো পর্যন্ত মূলতুবি লোকসভার অধিবেশন



নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। শুক্রবারও একটি ছবি দেখা গেল। বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে এদিন দুপুর ২টো পর্যন্ত মূলতুবি হয়ে গেল লোকসভার অধিবেশন। রাজ্যসভার অধিবেশনও এদিন দুপুর ১২টা পর্যন্ত মূলতুবি হয়ে যায়।এদিকে, বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড সংশোধন (এসআইআর)-এর প্রতিবাদে সংসদ চত্বরে সরব হয় বিরোধীরা। ইন্ডি জেটের সাংসদরা শুক্রবার একযোগে প্রতিবাদ জানান। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খট্টো ওই সংশোধনের প্রতীকী নথি ছিঁড়ে ডাস্টবিনে ফেলেন।রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়ান্কা গান্ধী সহ অন্যান্য দলের সাংসদরাও এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন।

মালদ্বীপে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উষঃ অভ্যর্থনা মহম্মদ মুইজ্জুর

নয়াদিল্লি ও মালে, ২৫ জুলাই : মালদ্বীপে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানানো মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ মুইজ্জু। ব্রিটেন সফর সেরে মালদ্বীপ পাড়ি দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। শুক্রবার তাকে শ্রাবত জানাতে



প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ মুইজ্জু যৌথভাবে সর্বদাক অর্থনৈতিক এবং সমৃদ্ধ নিরাপত্তার অংশীদারিত্বের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। সেদেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা কর্মসূচি রয়েছে।

ওয়ার ২ঃহৃতিক-এনটিআর-এর অ্যাকশন, ট্রেলারেই উঠল বাজিমাতের ইঙ্গিত

মুম্বই ,২৫জুলাই : নতুন রূপে আরও বড় আকারে ফিরছে যশরাজ ফিল্মস-এর স্পাই ইউনিভার্স। বহু প্রতীক্ষিত পর শুক্রবার ‘ ওয়ার ২’-এর ট্রেলার অবশেষে মুক্তি পেরেছে। আর তাতেই রীতিমতো উত্তেজনার ফেটে পড়েছেন দর্শকরা। ২০১৯ সালের পরকাস্টার ‘ সাফল্যের পর এই সিক্যুয়েন্সে প্রতি দর্শকের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। আর এবার যশরাজের আরেক হিট ‘ চলাকালীনই ‘ ওয়ার ২’ নতুন বিপর ঘটাতে প্রস্তুত ট্রেলারে হৃতিক শোশন ও জুনিয়র এনিটিআর-এর মুখোমুখি দ্বৈরধ কর্মদের রীতিমতো উৎসাহিত করে দিয়েছেন। অ্যাকশন দৃশ্য, হাই-ভিএফএফ এবং সংলাপে ভরপুর এই ছবি যেন এক চমকর ভিজ্যুয়াল ফেস্ট। হৃতিক ও এনটিআর উভয়েরই উপস্থিতি, চোখধাঁধানো অ্যাকশন এবং সংলাপের দাপটে ট্রেলার চরম প্রত্যাশা তৈরি করেছে।কিম্বা! আড়বাণী এই ছবিতে হৃতিকের বিপরীতে রোমান্সে মাদুর্ষ এনেছেন। অ্যাকশনের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করে যশরাজ ফিল্মস এবার ডলবি লাববোর্টরিয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ‘ ওয়ার ২’ হবে প্রথম ভারতীয় ছবি যা আন্তর্জাতিকভাবে ডলবি সিনেমায় মুক্তি পাবে।পরিচালনায় আদাম মুখার্জী। ছবিতে হৃতিক ফিরছেন মেজর কবীর খালীওয়াল চরিত্রে, আর এনটিআর এই ছবির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। তিনি এই ছবির ভিলেন ‘ ব্রিক্রম’ভূমিকায় বলিউডে ডেবিউ করছেন। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে, ২০২৫ সালের ১৪ অগস্ট, ‘ ওয়ার ২’ মুক্তি পেতে চলেছে বড় পর্যা়।

অনূর্ধ্ব – ১৬ ড. বি সি রায় ফুটবলে বাংলা সেমিফাইনালে পৌঁছেছে

অমৃতসর, ২৫ জুলাই : ফের বাংলার জয়যয়করা। জুনিয়র ফুটবলারদের দাপটেই ক্রীড়া নেপুঘে কেরলের পরাজয়। অনূর্ধ্ব – ১৬ জাতীয় জুনিয়র ফুটবল চ্যাম্পিয়ন শিপের খেলায় ড. বি সি রায় টফির গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে কেরালা’কে ৪ – ১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে বাংলা। শুক্রবার সকালে পাঞ্জাবের গুরুদানাক দেব ইউনিভার্সিটির স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এই খেলার ফলাফল ও বাংলার ফুটবলারদের জন্যে সুখবর আঁি এক এ – তে পৌঁছেছে। প্রবল প্রতিপক্ষের হার, ফাঙ্কনী দত্তের প্রশিক্ষণে বাংলার ছেলেরাও বজায় রাখে তাদের আশিপতা। উল্লেখ্য, গত ম্যাচে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে হাটট্রিকের পর আবার কেরনের বিরুদ্ধেও হাটট্রিক করেছে বাংলার রাজনীল পালা। চতুর্থ গোলটি দূর্গেশ তেওয়ারীরা এই জয়ের ফলে টানা তিনটি ম্যাচ জিতে বি- গ্রুপে এ পর্যন্ত মোট ৯ পন্টের নিয়ত গ্রুপ শীর্ষে থেকেই সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল বাংলার ফুটবলাররা।

অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু ফতেহাবাদ পুলিশের

ফতেহাবাদ, ২৫ জুলাই : ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে নিবিড় তল্লাশি অভিযান চালু রেখেছে ফতেহাবাদ পুলিশ। জেলায় অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা এবং অন্যান্য বিদেশী নাগরিকদের শনাক্ত করা হচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুলিশ সুপার সিদ্ধান্ত জৈন সমস্ত থানা এবং ফাঁসির ইনচার্জদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে এঁি জাতীয় বিদেশি নাগরিকদের শনাক্ত করে অহিন অনুসারে তাদের আটক করতে এবং প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরে তাদের সীমান্তের ওপারে পাঠানোর ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা রাশিফল

মেসঃঅন্য লোকজনের জীবনকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা আপনার আছে। আপনি যেহেতু খুবই সহানুভূতিশীল ও যত্নবান, লোকজন আপনাকে সহকর্মী বা উর্ধ্বতন হিসাবে শ্রদ্ধা করে। এই অতিরিক্ত উদ্যমের সন্দ্বাবহার করে সম্পর্কভারত সমস্যার সমধান করুন। বৃষঃভাজকে সম্ভবত তার একটি কাজ থেকে ছুটি নেনেন ও নিজেকে সাংসারিক কাজে ডুবিয়ে দেনেন। পরিবারের লোকেরদের সঙ্গে অনেকটা সময় শান্তিতে কাটবে, কথা বলে বা এটাওটা করে।

মিথুনঃআপনার প্রেমিক সুলভ মনোভাব আপনার প্রিয়তমের পছন্দদ হবে, ফলে সন্ধ্যাটি অসাধারণ কাটবে। অন্যদিকে, আপনার মনে রাখা দরকার যে দ্রুত গতিশীল গ্রহের কারণে শুধু ক্ষণস্থায়ী আনন্দই পাওয়া যায়। কর্কটঃজীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। নিকট স্বাধীয়ের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। বিচ্ছিন্ন হওয়া যোগাযোগ আবার স্থাপন হবে। কোথাও বেড়াতে যেতে পারেন। ইলেক্ট্রনিক্স, বিনোদন ও চামড়াজাত ব্যবসায় লাভ হবে। তীর্থভ্রমণ হতে পারে। চিকিৎসার খরচ বাড়বে।। বিবাহের যোগ। সিংহঃনিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। কোনও দুঃসংবাদ পেতে পারেন। নিজের দায়িত্ব থেকে সরবেন না। কর্মক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হতে পারে। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষায় নতুন যোগাযোগ। দ্বীর পরামর্শ মেনে চলুন। ভ্রমণেরে শুভ যোগ রয়েছে।

কন্যাঃ পারিবারিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রমিক রোগের সমস্যা বাড়তে পারে। ঋণ দেওয়া ও নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক থাকুন। দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকুন। হঠকরী সিদ্ধান্ত তুল হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় ভালো সুযোগ আসতে পারে। সংসারে শান্তি তুলারবিনিয়োগের আগে কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিন। সূজনশীল কাজে সাকল্য পাবেন। বৃশ্চিকঃঅত্যধিক ভ্রমণ আপনাকে উন্নত করে তুলবে। আজ আপনি সহজেই মূলধন- অনাদায়ী ঋণ জোগাড় করতে পারবেন- বা নতুন কর্মক্ষেত্র কাজ করার জন্য পুঁজির অনুসন্ধান করতে পারেন। শুভরাত্রি ধনঃআজকের দিনটি উৎসাহ এবং নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ থাকবে। সংসারে শান্তি একে অপরকে বলতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে। মীনঃএকা মানুষেরা হয়তো এক ঝলমলে চরিত্রের মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হত পারেন। যারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সম্পর্কে আছেন তাদের একটি অসাড়বার রোম্যান্টিক জীবন থাকতে পারে। বৃহস্বাদী আনন্দের জন্য বেপরোয়াভাবে খরচ করা আপনার

মীনঃএকা মানুষেরা হয়তো এক ঝলমলে চরিত্রের মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হত পারেন। যারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সম্পর্কে আছেন তাদের একটি অসাড়বার রোম্যান্টিক জীবন থাকতে পারে। বৃহস্বাদী আনন্দের জন্য বেপরোয়াভাবে খরচ করা আপনার

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানানো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ২৯ জুলাই, মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মসাজীবীদের বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। বৃহস্পতিবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প চুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আবেশিক্ষক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৮০সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ২০.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার-পলাপ ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যউদয়ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৪মিনিটে

ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের টুকরো দেহ



সৌরভ দাশ,বসিরহাট,২৫৫ জুলাই : সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালী পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা র ঘটনা প্রকাশ্যে আসছিলো।এবার বাংলার পরিযায়ী শ্রমিককে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে টুকরো টুকরো করে বস্তা বন্দী করে জলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো ভিন রাজ্যে। মৃতের নাম-

আবুবকর মন্ডল বয়স ৩৩। মহারাষ্ট্রের ভাসি পুলিশ থানার ওয়াসিগাও এলাকার ঘটনা । মৃত আবু বকর মন্ডল এর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া থানার নারায়ণপুর গ্রামে। জানা গেছে, বেশ কয়েকবছর হল মহারাষ্ট্রে শ্রমিকের রাজমিস্ত্রির কাজ করত সে। সেখানে তার স্ত্রীকে নিয়ে সে বসবাস করত । গত রবিবার (২০ সে জুলাই) সন্ধ্যার পর থেকে আবু বকর মন্ডলের কোন খোঁজ পাচ্ছিলো না তার পরিবার । মোবাইলের স্টুচ অফ ছিলো বলে জানা গেছে । সেই দিন এবং পরের দিন খোঁজখুঁজির পর না পাওয়া গেলে স্থানীয় ভাসি থানায় অভিযোগ দায়ের করে তার পরিবার। এরপর ভাসি থানার পুলিশ তদন্তে নামে। গত মঙ্গলবার সে যেখানে থাকতো তার থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটি ডোবা থেকে বস্তাবন্দী অবস্থায় টুকরো টুকরো করা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ তার স্ত্রীকে সেই দেহ দেখালো তার পরিবার শনাক্ত করে । এরপর দেহটি পুলিশ মর্গে মরনা তদন্তের পর মহারাষ্ট্র থেকে তার কফিনবন্দ দেহ বৃহস্পতিবার রাতে বাদুড়িয়ার রুদ্রপুড়ে তার বাড়িতে আনা হয় । দেহ বাড়ি ফিরতেই কন্মায় ডেডে পড়ে তার মা-বাবা সহ তার আত্মীয় পরিজনরা।

দেহীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছে ওই পরিবার।পাশাপাশি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর এরকম অত্যাচার এমনকি খুনের ঘটনা ঘটিছে কেন সে বিষয়েও দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করজোড়ে কাতর আবেদন তার পরিবার। রাতেই তার দেহ দাফন করা যায়। দেহীদের ফসির দাবি করেছেন বাংলার বাসিন্দা ওই পরিযায়ী শ্রমিকের মা সহ পরিজনরা।

মেট্রো রেল প্রবন্ধ, বক্তৃতা,নোট-খসড়া লেখা প্রতিযোগিতা-২০২৫ সমাপ্ত

কলকাতা, ২৫ জুলাই : মেট্রো রেলওয়ের সরকারি ভাষা বিভাগ কর্তৃক গত িনি দিন ধরে আয়োজিত আঞ্চলিক রেলওয়ে প্রবন্ধ, বক্তৃতা এবং নোট-খসড়া লেখা প্রতিযোগিতা-২০২৫ একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শেষ হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মানব সমাজের জন্য একটি অভিাপ বা বর এবং হিন্দি জাতীয় পরিচয়ের প্রতীক শীর্ষক বিষয়ে তাদের মতামত উপস্থাপন করেছেন। প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা এবং প্রধান হিসাবরক্ষক কর্মকর্তা শ্রীমতি পুণ্পা রানী এবং সিনিয়র সরকারি ভাষা কর্মকর্তা শ্রীমতি কিরণ কপাড়ে। প্রতিযোগিতায়, অপারেশন বিভাগের সিনিয়র ট্রাফিক সহকারী শ্রীমতি সঙ্গীতা বসাক প্রথম, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এচসকেএ শ্রী সুবোধ কুমার সিং এবং বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার রসোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন।

খাস কলকাতায় ছিনতাই আটকানোয় বৃদ্ধকে ধারালো অস্ত্রের কোপ

কলকাতা, ২৫ জুলাই : রাতের শহরে ভয়ংকর কাণ্ড। বাড়ি ফেরার পথে বৃদ্ধকে কোপ দুকুতীদের। একাধিক কোপে প্রাণ বাঁচাতে রক্তাক্ত অবস্থায় ছুট আতত ব্যক্তির। পুলিশের গাড়ি উদ্ধার করেছে তাকে। হাসপাতালে চিকিৎসান্না বদ্ধ। ঘটনাটি ঘটেছে পার্ক স্ট্রিট থানা এলাকায়। আহত ব্যক্তির নাম রতন লাল। বয়স ৬৫। বৃহস্পতিবার রাতে আনুমানিক সাড়ে ১২টা নাগাদ পার্ক স্ট্রিট থানা এলাকার নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোর রাস্তা ধরে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় তিন দুকুতী তাকে ঘিরে ধরে। বৃদ্ধার কাছে থাকা মোবাইল ফোন ও টাকা ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে তারা। প্রতিরোধ করেন বৃদ্ধ। ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। তাতে রাস্তায় পড়ে যান বৃদ্ধ। অভিযোগ, তারপরই রতনকে তেজালির একাধিক কোপ মারে দুকুতীরা। প্রাণ ভয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ছুট লাগান বৃদ্ধ। পিছনে ধাওয়া করে দুকুতীরা। নোনাপুকুর থেকে মল্লিকবাজার ক্রসিং এলাকায় আসেন বৃদ্ধ। সেখানে ছিল পুলিশ থানা। পুলিশকে সব কথা জানান বৃদ্ধ। এদিকে পুলিশ দেখে আর পিছু করেন দুকুতীরা। পালিয়ে যায় তারা। এদিকে আহত রতনকে উদ্ধার করে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছে পুলিশ। সেখানেই চিকিৎসাসীধা নিতে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ। খুন চেষ্টা ও ছিনতাইয়ের চেষ্টার মামলা রুজু করে দুকুতীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি একাধিকবার যৌন নির্যাতন, প্রেণ্ডার এক যুবক

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ২৫ জুলাই : বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিকবার এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক।প্রতের নাম আশরাফ ফকির।সে কুলতলি থানার বাসিন্দা।শুক্রবার তাকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে কুলতলি থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল বকুলতলা থানা এলাকার বাসিন্দা আশরাফের সঙ্গে নির্যাতিতার পরিচয় হয় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে।সেখানে থেকে কথাবাতা ও ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।আশরাফ বিবাহিত, তার সন্তান রয়েছে।এই তথ্য গোপন রেখে সে ওই নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়।আর সেই সুযোগে ঐ নাবালিকার সাথে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে অভিযুক্ত। দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন চালানো হয় ঐ মেয়েটির উপরে।ঘটনার পরনির্ঘাতিতার পরিবার বকুলতলা থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে বকুলতলা থানা অভিযোগ নিতে অস্বীকার করেন। এরপরে কুলতলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তারা। আর অভিযোগের পরে তদন্তের কাজ শুরু করে কুলতলি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে অভিযুক্ত আশরাফ ফকিরকে গ্রেফতার করে কুলতলি থানার পুলিশ।পাশাপাশি নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলতলি থানার পুলিশ।

কুরিয়ার কর্মীদের কাজে লাগিয়ে সাইবার জালিয়াতির চক্র সক্রিয়!

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৫ জুলাই : ডিজিটাল প্রেণ্ডারির ভয় দেখানো সাইবার জালিয়াতদের ‘ বিভিন্ন কুরিয়ার সংস্থার একাংশ কর্মী। কুরিয়ার সংস্থার সাইবাই কুরিয়ারের জন্য আসা প্যাকেটের ছবি তুলে পাঠাচ্ছে সাইবার জালিয়াতদের। আর তার উপর ভরসা করে সাইবার জালিয়াতরা ডিজিটাল প্রেণ্ডারির ভয় দেখিয়ে ফোন করছে কলকাতা-সহ বিভিন্ন রাজ্যের বাসিন্দাদের। সাইবার জালিয়াতির তদন্ত করতে গিয়ে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য এসেছে পুলিশের হাতে। তারাই ভিত্তিতে কুরিয়ার সংস্থাগুলিকে সতর্ক করছে পুলিশ। এছাড়াও পুলিশের মতে, ফোন করার সময় সাধারণত প্রবীণদের বেধে নেয় জালিয়াতরা। একই সঙ্গে দেখা যায়, ডিজিটাল প্রেণ্ডারির ভয় দেখিয়ে সাইবার জালিয়াতির ক্ষেত্রে অনেক সময়ই বিপুল টাকা তুলে নেওয়া হয়। এমনকী, দেখা গিয়েছে,

কয়েক কোটি টাকাও একসঙ্গে উঠাও হয়ে গিয়েছে প্রবীণদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে। ব্যাঙ্কের কর্মীদের একটি অংশের কাছ থেকে গ্রাহকদের তথ্য সাইবার জালিয়াতদের করছে, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দারা। পুলিশের সূত্রে জানিয়েছে, ডিজিটাল প্রেণ্ডারির নামে সাইবার জালিয়াতির জন্য প্রতারণার শি ক া র দে র জালিয়াতরা নিজেদের সিবিআই ওই হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে কুরিয়ারের প্যাকেটের ছবি পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেই ব্যক্তিকে। সিবিআই বা পুলিশের নাম করে এমনও

দুর্যোগে দুর্ভোগ! নিম্নচাপের জেরে রাতভর ভিজল কলকাতা, সপ্তাহান্তেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাই : সাতসকালে ভারী বৃষ্টিতে ভিজছে শহর কলকাতা। আগামী সপ্তাহেও এই দুর্যোগ চলবেই। মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস। নেপথ্যে ঘূর্ণিঝড় উইফা। বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় উইফা শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণাবর্ত হয়ে উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঢুকে শক্তি জুগিয়ে নিম্নচাপ পরিণত হয়েছে। ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস উপকূলবর্তী জেলায়।বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় উইফা শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণাবর্ত হয়ে উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঢুকে শক্তি জুগিয়ে নিম্নচাপ পরিণত হয়েছে। আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। যা টাইফুন উইফার রান্নিমেটের সঙ্গে মিলে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে।

সম্মিলিত সিস্টেমটি শক্তিশালী হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে শুক্র-শনিবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করতে পারে। যার জেরে মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, আজ শুক্রবার ২০০ মিলিমিটার বা তার বেশি বৃষ্টির আশঙ্কা পুর্নুলিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হুগলি দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে হালকা দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। উইকেণ্ডেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে

দুই ২৪ পরগণার সংযোগকারী বাঁশের সাঁকোর বেহাল দশা, ঝুঁকির কাতায়ত

দুরন্ত বার্তা,বসিরহাট, ২৫ জুলাই : সুন্দরবনের সন্দেশখালি ২নং রকের ছোট কলাগাছি নদী পারাপারে ভরসা একটি বাঁশের সাঁকো। এই বাঁশের



সাঁকো দিয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়েই দৈনিক পারাপার করতে হয় দুই ২৪ পরগণার কয়েক হাজার গ্রামবাসীকে। দুই পারের সংযোগরক্ষাকারী এই সাঁকোরই বেহাল দশায় চিন্তার ভাজ গ্রামবাসীদের কপালে। প্রায় ২০০ মিটার লম্বা ও ১ মিটার চওড়া এই সাঁকোটিই স্থূল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মাষ্য ও অসুস্থ রোগীকে নিয়ে যাওয়ায়

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং ২ রকের ৯ নম্বর কুমড়াখালী, লম্বা পাতা, বেজুর পাতা, ডাহারানী ও হেবিয়া। দুই ২৪ পরগণার সংযোগরক্ষার অন্যতম মাধ্যম এই সাঁকো। যে বাঁশ ও পেরেকের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সাঁকোটি, সেই বাঁশ গুলিতেও ও পচন ধরেছে।দীর্ঘদিনের হওয়ায় সেহুটিও দুর্বল হয়েছে,তবে তার ভার বাহন কেমনি। নদীতে

গুমা রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠের ইকো ক্লাবের পড়ুয়াদের সাইবার সচেতনতা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, গুমা, ২৫ জুলাই : গাছ লাগানো। গাছকে বাচাওগাছকে পরিচাি করে তাকে বড় কর রীতিমতো শপথ গ্রহণ বাক্য পাঠ করে মা তার সন্তান কে সাথে নিয়ে গাছ লাগাল। অভিনব উদ্যোগ নিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গুমা রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়। শুক্রবার সকালে বারাসত ৬৩ ব্যাটেলিয়ন সম্পন্ন সীমা বল আয়োজিত সাইবার সিকিউরিটি এবং নেশা মুক্তি অভিযান সচেতনতা এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল গুমা রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের স্মার্ট রুমে ইকো ক্লাবের পড়ুয়াদের সাইবার এবং মাদক দ্রব্য অপব্যবহার নিয়ে আলোকপাত করেন বারাসত এসএসবি ৬৩ ব্যাটেলিয়ন এর ইনচার্জ ইন্সপেক্টর ধর্মেন্দ্র তোমার, এসআই টি ফ্রোবিল, এসএসবাই আলোক কুমার, তুষার কান্তি বিশ্বাস। এরপর বিদ্যালয়ের ৫০ মায়েরের হাতে নিমণালা চারা তুলে দেন। বিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী এলাকায় পড়ুয়া ও তাদের মায়েরা নিম, মেহগনি, অর্জুন গাছ রোপন করেন। ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহ শিক্ষক শিক্ষিকা ও ৬৩ নং ব্যাটেলিয়ন এর



বসিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়। এই হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে কুরিয়ারের প্যাকেটের ছবি পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেই ব্যক্তিকে। সিবিআই বা পুলিশের নাম করে এমনও

ব্যক্তি জানতেন যে, তার নামে কুরিয়ের তার জিনিস আসছে। ফলে সাইবার জালিয়াতদের পাঠানো কুরিয়ারের প্যাকেট তার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর দেখে প্রথমে

চলবে। শনিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্নুলিয়া, বারুড়া পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূমে। রবিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে।এদিকে নিম্নচাপের জেরে শুক্রবার দিনভর বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতা, দক্ষায় দক্ষায় বজ্রবিদ্যু-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। একটানা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ কলকাতার তাপমাত্রা ২৫.৭ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৬ ডিগ্রি।রাতভর কলকাতায় বৃষ্টির জন্য শহরে জমলেও পুরান্ডা তপসরতার সঙ্গে কাজ শুরু করেছে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পূর্বাভাস। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার কালিঙ্গ্পং, জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। শনিবার দার্জিলিং, কালিঙ্গ্পং এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। রবিবার দার্জিলিং ও কালিঙ্গ্পং জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। সোমবার ও মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।

কথা দিয়ে কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা,বসিরহাট, ২৫ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রী সন্দেশখালিতে এসে যোষনা করেছিলেন যে সন্দেশখালীর খুলনা গ্রামীণ হাসপাতালের আধুনিকীকরণ করা হবে। যোষণা অনুযায়ী ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়,শুক্রবার সেই কাজের ই শুভ সূচনা হলো। গত ৬০শে ডিসেম্বর সন্দেশখালিতে সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই সভা থেকে সন্দেশখালির মানুষের জন্য সন্দেশখালীর খুলনা গ্রামীণ হাসপাতালের আধুনিকীকরণ করার কথা যোষনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসুতিবিভাগ সহ বিভিন্ন বিভাগ সংযুক্তিকরন সহ ৩০ বেড থেকে ৬০ বেডের হাসপাতালে উন্নীত হওয়ার কথা এই হাসপাতালের। সেইমতো বরাদ্দসত্ত ৮ কোটি টাকার কাজ শুরু হলো খুলনা হাসপাতালে। শুক্রবার সেই কাজের ই শুভ সূচনা হলো। সূচনা লগ্নে হাসপাতালে র বি.এম.ও.এইচ,চিকিৎসক সহ উপস্থিত ছিলেন সন্দেশখালী ও হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। সুকুমার মাহাতো বলেন আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে ৬০ বেড চালু হবে হাসপাতালোেবশে কিছু চিকিৎসক এনেছেন আগামীতে আরো চিকিৎসক আসবেন। সন্দেশখালির মানুষকে চিকিৎসার জন্য আর রাতের অন্ধকার বসিরহাট বা কোলকাতা যেতে হবেনা বলে আশা তার।

জেরক্স সেন্টারের আড়ালে জাল আধার কার্ড তৈরীর চক্র

দুরন্ত বার্তা,বসিরহাট, ২৫ জুলাই : মিনাথা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় বকচরা বাজারে জেরক্স সেন্টারের আড়ালে অবৈধভাবে ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি করা হচ্ছে। ওই সেন্টারে হানা দিয়ে ওই জেরক্স সেন্টারের মালিক বাকিবিল্লা গাজী ও আব্দুল মাতিন নামে দুইজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ওই জেরক্স সেন্টার থেকে একটি ল্যাপটপ, একটি ফিন্সারপ্রিন্ট মেশিন, আধার কার্ডের জন্য চোষের ছবি তোলার বিশেষ মেশিন সহ আধার কার্ড তৈরি করার বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র ও বেশ কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ।স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি এই জেরক্স সেন্টারের আড়ালে অবৈধভাবে ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি করা হতো, সেই ঘটনায় পুলিশ তাদেরকে গতকাল আটক করে এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর প্রেণ্ডার করেছে।দুই জনকে শুক্রবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় পুলিশের তরফে।

তারকনাথের মাথায় জল ঢালা ও শ্রাবণী মেলা

বিনয় সিংহ রায় : পবিত্র গুরু পূর্ণিমা থেকে বাবা তারকনাথের মাথায় পবিত্র গঙ্গাজল ঢালা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলেও শুভ উদ্বোধন অর্থাৎ শুভ সূচনা হয় । প্রথম সোমবার একুশে জুলাই ২০২৫ থেকে। অগণিত ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় -জনজোয়ার কারণ শ্রাবণ মাসের কোন এক সোমবারে পাপি তাপি ত্রাণকর্তা স্বয়ভু শ্রীলাস-পতি বাবা তারকনাথ আবির্ভাব হয়েছিলেন। একে অঙ্কত অবৈধ শ্রাবণের প্রবল বর্ষণের মধ্যে দিয়ে বিধিবিধির বৃষ্টিতে পাপে পা মিলিয়ে চলেছে অগণিত ভক্ত ।পবিত্র গঙ্গাজল নিয়ে বৈদ্যবাটি নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে এই জল নিয়ে হাজার হাজার ভক্তরা মাথায় করে কাঁধে করে তারা জল নিয়ে চলেছে। বাবা তারকনাথের বিখ্যাত মেলায় ভূভারতে তার প্রচার প্রভাব ভীষণভাবে রয়েছে। প্রায় কয়েক মাইল দীর্ঘ এই শ্রাবণ মাসে জলযাত্রীদের কেন্দ্র করে মেলা গড়ে ওঠে । মন্ত্রী থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন সকলেই তাদের প্রযুক্তি নিয়ে প্রবল ব্যস্ততার মধ্যে হিমশীল যেতে হয় এই জনপ্লাবনকে সামলাতে।চারিদিকে গড়ে ওঠে বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন সমাজদর্পদী মানুষের এগিয়ে এসে গড়ে তুলে ছোট্ট দোকান তাঁবু এবং তারা এই সমস্ত মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নেমে পড়ে তাদের সেবা।।জলযাত্রীদের সেবার নিমিত্তে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা খাদ্য নিরাপত্তা জল ওষুধ নিয়ে তারা পাশে দাঁড়ায়।তারই মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্যোগ্য ক্ষত্রিয় সমাজ হুগলি জেলার অন্যতম সংগঠন নিখিল ভারত ক্ষত্রিয় সমাজের হুগলি জেলার বাসুদেবপুর সংলগ্ন জলসত্র স্থানটি একটি উল্লেখ্যোগ্য ভূমিকা পালন করে। এখানে অসংখ্য জলযাত্রীদের পথ চলতি সমস্যা সেবাকার্য তারা চালিয়ে যায় প্রায় সারা মাস জুড়ে। তারকেশ্বরে তারকনাথ কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ক্ষত্রিয় সন্তান রাজা ভারামাল্লো। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষত্রিয় পরিবার ও সন্তান-সন্ততিদের একটি স্বাধীন প্রবল আবেগ কাজ করে এই মেলা ঘিরে জল যাত্রীদের সঙ্গে এই কথা শোনা যায়। দেশ দেশান্তর থেকেও বহু মানুষ সমাজ দর্পদী মানুষ ,বহু সংগঠন তরপতা লক্ষ্য করা যায় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিয়ে জলসত্র নিয়ে তাদের খাবার নিয়ে অনবরত মানুষ এই এই মিলন মেলায় এসে উপস্থিত হয় ।এটা সত্যিই গর্বের বিষয় এবং বাবা তারকনাথের অশেষ কৃপা।এই মেলা কে কেন্দ্র করে নির্ধারিত ভাবেই ক্ষত্রিয় সমাজের বিশিষ্ট সদস্য সুমন্ত্র কুমার সিংহ প্রকাশ করেন ’সত্যের পথে আলোর সাথে ’ নামক একটি উল্লেখ্যোগ্য বই । এই বইটির মধ্য দিয়ে ক্ষত্রিয় সন্তানদের বীরগাথা এবং তাদের জীবনী এবং তাদের চলার পথে গুলি বিভিন্ন রকম সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে জন্ম নেয়া উল্লেখ্যোগ্য ঘটনা গুলি এই বইয়ের স্থান পেয়েছে।এটি সত্যিই প্রশংসনীয় বলে মনে করেন এই প্রতিবেদন।

জয়নগরের প্রাথমিক স্কুল গুলিতে পড়াশোনার পাশাপাশি দাবা খেলা শেখানো হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৫ জুলাই : জয়নগরের প্রাথমিক স্কুলে এখন পড়াশোনার পাশাপাশি দাবা খেলা শেখানো হচ্ছে। আর তাতে উৎসাহ বাড়ছে পড়ুয়াদের। ছাত্রছাত্রীরা বুদ্ধিতে তুষো। হবে,কেউ না কেউ সুযোগ পাবে রাজ্যস্তরের দাবা খেলায়।জয়নগরের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে এখন ছাত্রছাত্রীদের দাবা খেলা শেখাছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক - শিক্ষিকারা। ইতিমধ্যেই কয়েকটি স্কুলে প্রাথমিক ভাবে চালুও হয়ে গেছে পড়ুয়াদের দাবা খেলা শেখানোর কাজ।এব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ নেন অবির স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ।এ ব্যাপারে জয়নগর উত্তর ও জয়নগর চট্রের আর স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ বলেন, আমার দুটো চক্রের সব স্কুলে এই খেলা হবে। প্রাথমিকভাবে ৫০টি স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে নিমণীটে কর্মশালা করা হয়েছে। তারাই স্কুল গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের দাবা খেলা শেখাচ্ছেন।পরবর্তী কালে অন্য শিক্ষকদের নিয়েও এই ব্যাপারে কর্মশালা করা হবে। ছাত্র ছাত্রীরা তা শিখে পরবর্তীকালে জেলা, রাজ্যস্তরে খেলার সুযোগ পাবে।এর ফলে ভালো খেলোয়াড় উঠে আসবে পাশাপাশি পড়ুয়াদের বুদ্ধিও বিকাশ ঘটবে দাবা খেলার মধ্যে দিয়ে।জয়নগর উত্তর চক্রে ৫৬টি প্রাথমিক স্কুল আছে।আর জয়নগর চক্রে আছে ৮২টি প্রাথমিক স্কুল। প্রতি স্কুলে দাবা বোর্ড ও যুঁটি দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই জয়নগরের রঘুনাথপুর সর্দারক একপি স্কুল, বকুলতলা অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল, মনিরতট ২ নম্বর এফপি স্কুল, বনমালিপুর জুনিয়র বেসিক স্কুল, পশ্চিম বহিঃস্থটা এক পি স্কুলের পড়ুয়াদের দাবা খেলা শেখানো হয়েছে। রাজা, গজ, মন্ত্রী- এইসব নিয়ে খেলতে পেয়ে পড়ুয়ারাও খুব খুশি। টিফিনের পরে এক ঘণ্টা করে চলেছে এই খেলা।জয়নগরের প্রাথমিক স্কুলের এক শিক্ষক বলেন, মোবাইল এসে ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে খেলা যেন হারিয়ে গিয়েছে। অনেক স্কুলে মার্চের অভাব। খেলার সুযোগ পায় না পু্যারা।এদের কথা ভেবে স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ এমন চিন্তা ভাবনা করেছেন।তার এই প্রয়াসকে সাুবাদ দিতেই হয়।আর পড়ুয়াদের মধ্যেও দাবা খেলাকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তারা চিমনি খেয়েই দাবা বোর্ড চেষ্টে নিম্নরকম সঙ্গে খেলতে বসে যাচ্ছে।আর এই বর্ষার সময় জয়নগরের প্রাথমিক স্কুল গুলি এখন দাবাময় হয়ে উঠেছে।

নামখানার মুড়িগন্ধায় ডুবে যাওয়া ছাই বোঝাই জাহাজ থেকে দূষিত হচ্ছে নদী

দুরন্ত বার্তা,নামখানা, ২৫ জুলাই : নামখানার মুড়িগন্ধা নদীতে ডুবে যাওয়া বাজকে এখনো পর্যন্ত তোলা সত্তর হলো না, নদীতে ভাসছে ছাই, তেল,দুগ্ধে মাজের ক্ষতি হওয়ায় আশঙ্কা।গত বুধবার রাতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার হাতানিয়া দোয়া নিয়া ব্রিজ সংলগ্ন মুড়িগন্ধা নদীতে হঠাৎ করে ডুবে শুরু করে বাংলাদেশের একটি পুষ্কর,মেদিনীপুরের কোলাঘাট থেকে ছাই ভর্তি করে নিয়ে বাংলাদেশের যাওয়ার সময় মুড়িগন্ধা নদীতে এই অর্থটন ঘটে। জাহাজে থাকা ৮ জন নাবিককে উদ্ধার করে স্থানীয় আরেকটি বাংলাদেশের জাহাজদেখতে দেখতে ৬ দিন কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত এই ছাই ভর্তি বার্জটিকে তুলতে না পারায় অত্যন্ত ভুগছে বাংলাদেশ মৎস্যজীবীরা। এমনকি এই ভূতবর্ষার্জের উপরে কোন আলো দিয়ে সিগন্যালের ব্যবস্থা করা হয়নি। যার ফলে রাতে চলতে গিয়ে আরো কোনো বড় বিপদ ঘটতে পারে এই জাহাজে ধাক্কা লেগে। অন্যদিকে জাহাজে থাকা তেল এবং কোলাঘাটে ছাই জলের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছে, যার ফলে এই নদীতে দূষণ ছড়াবে বলে মনে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দা এবং মৎস্যজীবীরা, প্রচুর পরিমাণে মাছ মরে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজটিকে তুলে নেওয়ার আর্জি জানিয়েছে এলাকাবাসী।ডুবে যাওয়া থেকে টিল হুড়া দূরত্ব বাংলাদেশী জাহাজে ডুবে জাহাজের ৮ জন নাবিক ও কর্মী করে বাড়ি ফিরবে তাই নিয়ে দৃষ্টিবহয় রয়েছে।নতবে জাহাজের এক এক্জেট নির্ধারিত কর্মী জানিয়েছেন জাহাজ থেকে ছাই বস্তায় করে তুলে নেওয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ছাই খালি না করা পুষ্কর জাহাজটি তুলে সন্তব নয়। এখন দেখার করে ছাই খালি হয় এবং জাহাজটিকে উদ্ধার করা হয়।

চিকিৎসার খরচ কাটওয়ায় বৃদ্ধ শশুরকে বেধড়ক মারের অভিযোগ



উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ২৫ জুলাই : চিকিৎসার খরচ কাওয়ায় বৃদ্ধ শশুরকে বেধড়ক মারেরের অভিযোগ উঠলো পুণব্রধর বিরুদ্ধে।ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি থানার সোনাটিকারী অঞ্চলে।গুরুতর আহত অবস্থায় ৭৫ বছর বয়সি সন্ন্যাসী বাগকে ভর্তি করা হয় জয়নগর কুলতলি ব্লক হাসপাতালে। ঘটনার পর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা যায়, সন্ন্যাসী বাগের স্ত্রী আকুঁর বালা দাস অসুস্থ, টাকার দরকার ছিল।কিন্তু তাদের হেলে শশুরের বাগ ভিন রাজ্যে কাজ করে। তার পাঠানো টাকা তাই পুণব্রথ কাজল বাগের হাতেই থাকে। চিকিৎসার জন্য কিছু চাইতেই কাজল দিতে রাজী হয়না।এই নিয়ে বাচসা ও হাতাহাতি হয়। সন্ন্যাসী বাগের অভিযোগে এলাকাবাসী।ডুবে যাওয়া থেকে লোক ডেকে এনে তাকে মারধর করে।ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় কোপ মারা হয়, এমনকি ইট দিয়ে পায়ে আঘাত করা হয়।গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায় প্রতিবেশিরা।আর এই ঘটনায় এলাকাবাসী ছড়িয়েছে।রক্তের পরিবার ও প্রতিবেশীরা গোটা ঘটনার স্ফোট প্রকাশ করেছে।ইতিমধ্যে কুলতলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে কুলতলি থানার পুলিশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৩৫, শনিবার, ৯ শ্রাবণ ১৪৩২

ডিরোজিও’র বাসস্থান

হেনরি লুই ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) কলকাতার এন্টালি-পদ্মপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিও ছিলেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের একজন উল্লেখযোগ্য সম্পদশালী ব্যক্তি। ডিরোজিওদের বাসস্থান ছিল লোয়ার সার্কুলার রোডে (বর্তমানে ১৫৫এ এড্‌জিস বোস রোড, লাল বাড়ি)। ১৪ বছর বয়সে, হেনরি ইন্ডিয়া গেজেটে তার প্রথম কবিতা এবং পরবর্তীতে ইংরেজিতে অনেক খণ্ড কবিতা প্রকাশ করেন, যা তাকে ইংরেজিতে কবিতা লেখার প্রথম ভারতীয় করে তোলে। ১৮ বছর বয়সে তাকে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হত এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অনুবাদ নিযুক্ত করা হত। তবে ২২ বছর বয়সে তাকে তার ধারণায় অতি বিপরী হওয়ার জন্য অনুবাদ থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং তৎকালীন হিন্দু সমাজের মতবাদ নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য ভারতীয় ছাত্রদের প্রভাবিত করার অভিযোগ আনা হয়। ডিরোজিওর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তার ছাত্ররা যুক্তিবাদীতা এবং বৈজ্ঞানিক মেজাজের ভিত্তিতে হিন্দু সামাজ্য সংস্কারের দাবি শুরু করে। ইতিহাসে এটি ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট নামে পরিচিত লাভ করে। মুক্তচিন্তুদের এই দলটি কেন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে এবং বাংলার নবজাগরণের পূর্বসূরী ছিল যার ফলস্বরূপ বিদ্যাসাগর, ঠাকুর এবং তার মতো ব্যক্তিত্বরা। ডিরোজিও মাত্র ২৩ বছর বয়সে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তার স্বল্প জীবনে ডিরোজিও ভারতকে বদলে দিয়েছিলেন, এমন ধারণার বীজ বপন করে যার প্রতিধ্বনি এখনও প্রতিধ্বনিত হয়। দূর্ভাগ্যবশত, তার অসুধারণ অবদান সত্ত্বেও তিনি একজন বিস্মৃত মানুষ হিসেবে রয়ে গেছেন। ডিরোজিওর স্মৃতি বিস্মৃত হওয়ার পর, তার উত্তরাধিকারও শীঘ্রই বিস্মৃতির অতলে ডুবে যায়। ডিরোজিও যে বাড়িতে থাকতেন এবং যার বসার ঘর থেকে বাংলার নবজাগরণের প্রথম আলোড়ন শুরু হয়েছিল, সেই বাড়িটি আবিস্কৃত হয়েছিল সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে। ১৯৯৮ সালে কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের নথিপত্র অনুসন্ধান করার সময় শক্তি সাধন মুখার্জিই ডিরোজিওর বাবার নাম লেখা বাড়ির মালিকানা দলিলটি খুঁজে পান। ডিরোজিওর বাড়িটি তখন পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল, তা এখন চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৮৩১ সালে ডিরোজিওর মৃত্যুর পর, তার পরিবার অর্থিক সংকটে পড়ে এবং বাড়িটি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ডিরোজিওদের ঘনিষ্ঠ একজন আত্মনো ইন্ডিয়ান এ ডিক্লজ এটি কিনিছিলেন। পরবর্তীকালে বাড়িটি বেশ কয়েকবার হাতবদল হয় এবং অবশেষে ১৯১৬ সালে কলকাতার চার্দনী বাজারের মালিক বিহারীলাল মিত্র এটি কেনে নেন। তার উত্তরসূরীরা এখন বাড়িটি বিক্রি করেছেন। ২০০ বছরের পুরনো এই বিশাল বাড়িটির আজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মশালা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং এর জর্করি মেরামতের প্রয়োজন। যদিও এখন এটিকে ঐতিহ্যবাহী সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটিকে স্মৃতিস্তম্ভে রূপান্তর করার জন্য বাড়িটি দলল করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এখনও পর্যন্ত এটি ব্যক্তিগত সম্পত্তিপরিণত। সরকার ইচ্ছা করলেই এই বাড়িটি অধিগ্রহণ করতে পারে এবং হেরিটেজ তালিকা ভুক্ত করা হলেও সরকার এই বাড়িটি অধিগ্রহণ করতে পারেনি। ফলে বাড়িটিতে এখন একটি বেসরকারি নার্সিং হোম চালু রয়েছে।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

প্রখ্যাত রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ২৫ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার রাণাঘাটে। উকিল পিতা নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কর্মক্ষেত্র ছিল তৎকালীন বিহারের (বর্তমানে বাউখাণ্ডের) গিরিডিতে। স্ত্রী সুধাময়ী ছিলেন প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সুবিনয় রায়ের মাসিমা। গিরিডিতে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে গিরিডিতে ন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে সরকারী বিদ্যালয় হতে বিতাড়িত হন। পরে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রবর্তিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে দশ টাকা পুঁজি লাভ করেন। পিতার মৃত্যু ও নিজের রূপতার কারণে তার আর উচ্চ শিক্ষা সম্ভব হয় নি। শিক্ষক হিমাংশুপ্রকাশ রায়ের সাথে, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে শাস্তিনিকেতনে এসে গুরুদেবের স্নেহছায়ায় ব্রহ্মচাশ্রমে যোগ দেন। সেই থেকেই তার শাস্তিনিকেতনে বাস। কেবল ১৯১৬-১৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিক হয়েছিলেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে পাঠ্যভবনের শিক্ষকতার ও গ্রন্থাগারিকের কার্যভার নিয়ে শাস্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে কলেজ শাখায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইতিহাস বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল বেশি। তবে সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়েও রুচিসহজ। তার গ্রন্থাগারিক হিসাবে তিনি ছিলেন বিশ্বজ্ঞানের ভাণ্ডারী। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগার গঠনে ও গ্রন্থাগারিক হিসাবে তার অবদানও প্রশংসনীয়। তার রচিত ‘বাংলা গ্রন্থবর্গীকরণ’ ও ‘বাংলা দশমিক বর্গীকরণ’ বই দুটি গ্রন্থাগার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্রভাত কুমার সারাজীবন জ্ঞানের সাধনায় কাটিয়েছেন। জাতীয় জাগরণের দিনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রচনা করেছেন ক্ষুদ্রাটীান ইতিহাসের গল্পসম্ম। এটি মাত্র ২০ বৎসর বয়সে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনে চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা ও পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে খ্যাতিসম্পন্ন ফরাসি পণ্ডিত সিলভা লেভি ভারতে এলে তার কাছে চীনা ও তিব্বতি ভাষা শিখে গবেষণা শুরু করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল- বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শনের সমগ্র চীনা ভাষা। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ইতালির প্রখ্যাত প্রাচ্য ভাষাবিদ জোসেফ তুচ্চির কাছে চীনের বিশিষ্ট দার্শনিক কংফুৎসুর গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে মা ভক্তচরিত্রাবীরণা গ্রাণর করতেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনের কথাকে ঠাকুর বলতেন অন্তর দিয়ে। ভক্তি দিয়ে। তাঁর কথাকে লিখে নিতেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি সব সময়ে ঠাকুর

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে উন্নতমানের অভিনয় করে সমৃদ্ধ করে যান পাহাড়ী সান্যাল

বিশেষ প্রতিবেদক

দিগন্তাশ্র এক বিরহী পথিক পাহাড়ী সান্যাল। তিনি ছিলেন একাধারে পণ্ডিত গাইয়ে, দিলদরিয়া প্রেমিক ও অসামান্য এক অভিনেতা। পাহাড়ী সান্যাল হয়ে উঠতে পারতেন অতুলপ্রসাদ সেনের ‘দিনু ঠাকুর’ কিংবা ভারতীয় সংগীত মহালের এক পণ্ডিত গাইয়ে। হতে


পারতেন ভারতীয় সিনেমার দ্বিতীয় সায়গলও। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে হয়ে উঠলেন অনন্য এক অভিনেতা। প্রমথেশ বড়ুয়া, সায়গল, দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়, ছবি বিকাশ, কমল মিত্র, বিকাশ রায়দের সেই বিস্মৃতপ্রায় যুগের এক কুসূল্যব। সময়টা গত শতাব্দীর তিনের দশক। বাংলা সিনেমা তখন সবে এ দেশের চলচ্চিত্র আভির্ভাষ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে শুরু করেছে। সবাক বাংলা সিনেমার সেই যুগে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের গানের গলা থাকলে বাড়তি সুবিধে হত। প্লে-ব্যাক প্রযুক্তি তখনও চালু হয়নি। ফলে শূটিংয়ের সময় অভিনেতারা ক্যামেরার সামনে সরাসরি গান গাইতেন এবং ক্যামেরা ও শব্দগ্রহণ যন্ত্র সেই অভিনয়কে গান-সহ গ্রহণ করত। আর তাই কৃষ্ণচন্দ্র দে, কাননদেবী, সায়গল, পঙ্কজ মল্লিকের মতো গায়ক-অভিনেতাদের পেয়ে ছিলেন। এমনই এক পরিবেশে পাহাড়ী সান্যাল বাংলা সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। নিউ থিয়েটার্সের বীরেন সরকার (অন্য মতে প্রমথেশ বড়ুয়া) তাঁকে রামপুরের রাজসভা থেকে তুলে এনে কন্দলদাস সায়গলের সমগোষ্ঠী অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিধি নাম! সুন্দর কণ্ঠ ও দেহসৌষ্ঠব থাকা সত্ত্বেও প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে সায়গলের জনপ্রিয়তার দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল মিহি, সম

ওঁর জন্ম। ওঁর বাবা নৃপেন্দ্রনাথ ওখানে আর্মি ক্যাম্পে চাকরি করতেন। পাহাড়ে জন্ম বলে তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল ‘পাহাড়ী’; পাহাড়ের ছেলে। কবি অতুলপ্রসাদ সেনের মতে, সার্টেনলি এ ইউনিক নেম। আমার কণ্ঠে পুরুষের প্রবাসী বাঙালি। আদি নিবাস নব্বীপের মেরুলতা গ্রামে। ওখানে আমাদের বাংসর প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির আজও আছে। ‘ঈশ্বরী যাদুয়া মাতা’ বলে তা পরিচিত। আমার ঠাকুরদার বাবা যদুনাথ সান্যাল ও তার স্ত্রী ইন্হমতীদেবী নবদ্বীপ থেকে সিপাই বিদ্রোহের পরে স পরিবার তৎকালীন ‘অওধ’ রাজ্যের (অযোধ্যা) রাজধানী লখনউ শহরে প্রবাসী হন এবং সেখানকার মকবুলগঞ্জে ১১ সিকায় একটি বাড়ি কিনে থাকতে শুরু করেন। যদুনাথ ও হরিমতীর চার সন্তান ছিল; নৃপেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ ও হরেন্দ্রনাথ। পাহাড়ী জাঠার বাবা হলেন নৃপেন্দ্রনাথ। তাঁর আবার চার ছেলে। সত্যেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। পাহাড়ী সান্যালের আসল নাম নগেন্দ্রনাথ সান্যাল। ওঁর দুই বোন ছিলেন, পটেশ্বরী ও কমলেশ্বরী। আমার বাবা আর পাহাড়ীজাঠা খুড়তুতো ভাই। আমি ওঁর ভাইপো। লখনউয়ের মডেল হাউজ পাড়াটি রাজেন্দ্রনাথের তৈরি। নৃপেন্দ্রনাথ এই মডেল হাউজ অঞ্চলে বাড়ি কিনে সপরিবার থাকতে শুরু

বিহার সরকার বিদ্যাসাগরের অবদানকে স্মরণ করে কার্মাটাড়ের নামকরণ করে ‘বিদ্যাসাগর’

বিশেষ প্রতিবেদক

বিদ্যাসাগরের শেষ জীবন মোটেই সুখে কাটেনি। জ্যেষ্ঠ সন্তান, একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৭২ সালে তাঁকে ত্যাগ ঘোষণা করেন। কিছু দিন পরেই মারা যান স্ত্রী দীনময়ী দেবী। নিঃসঙ্গ বিদ্যাসাগর একটু নির্জনতার সান্নিধ্যের জন্য বড়ই


আকুল হয়ে উঠেছিলেন। নানা বিরূপ অভিজ্ঞ তার ঘাত-প্রতিঘাতে নাগরিক জীবনের পরিসরে বীতশ্রদ্ধ বিদ্যাসাগর গ্রামের গাইহাট দৈনন্দিনেও অনেক অশান্তিতে আহত হন। পারিবারিক জীবন ও চারপাশের পৃথিবীটা যখন ভীষণ ভাবে তাঁর কাছে প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল, তখন তিনি অনেক দূরে শান্তির খোঁজে বর্ত মান খুঁড় খুঁড় করে কার্মাটাঁড়ে স্টেশনের কাছে পাঁচশো টাকায় স্থানীয় এক ইংরেজ মহিলার কাছ থেকে আমবাগান সমেত প্রায় ১৪ বিঘা জায়গা কেনেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর সেই জমি তিনি বিদ্যাসাগরকে বিক্রি করে চলে যান। এখানেই একটি ছোট বাড়ি তৈরি করেন বিদ্যাসাগর। নাম দেন

ল্যাংড়া আমগাছ। কার্মাটাঁড়ে বসেই তিনি ‘সীতার বনবাস’, ‘বর্ণপরিচয়’-এর তৃতীয় সংস্করণের প্রুফ দেখেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায পাই; ‘বাঙালি উচ্চারণে কর্মটি।’ আসল

নাম কর্মটিাড়া। অর্থাৎ কার্মা নামে এক সাঁওতাল মাঝির টাঁড়, মানে উঁচু জায়গা যা বন্যাতে কখনও ডোবে না।” কার্মাটাঁড় খন্যগাটি ছিল সাঁওতাল প্রধান। তাঁদের সারল্যে মুগ্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর বাকি জীবনটা সেখানেই কাটাবেন স্থির করে ছিলেন। তা অবশ্য হয়নি। মাঝে মাঝে তাঁকে কলকাতায় আসতে হয়েছে। মৃত্যুও হয় কলকাতা শহরে।

সহজ সরল আদিবাসী মানুষের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন তিনি। দলে দলে

করেন। ওই বাড়িতেই পাহাড়ী সান্যাল বড় হয়েছেন। নৃপেন্দ্রনাথ ব্রিটিশ আর্মিতে সিল্ডিল সাপ্লাই বিভাগে চাকরি করতেন বলে বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে ঘুরতে হত। কসোলিতে পাহাড়ীর জন্ম হলেও, তাঁর ছেলেবেলা, কেশোর ও যৌবন কেটেছে লখনউয়ে। ছেলেবেলা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, ‘আদর করে বাবা আমার নামটাকে উলটে নিয়ে ‘ডীহাপ’ বলে একটা নাম রাখেন। ভোরে উঠে বাবা রামকৃষ্ণের নামগান করতেন, ভজন গাইতেন, আমি তাঁর কোলের কাছে মাথা রেখে শুয়ে থাকতাম’।

লেখাপড়ার পাশাপাশি নবাব ও কবি ওয়াজেদ আলি শাহের লখনউ শহরের হিন্দুস্থানী সাংগীতিক পরিবেশ, বোল, বদিশ, মুজরো, মজলিশ আর বাদ্জি আসর বা ‘কোঠা’ পাহাড়ীর সংগীতবোধ আর মেজাজ ঢুটেই গড়ে দিয়েছিল। তাঁর জ্যাঠতুতো দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল বা দ্বিজুদা পাহাড়ীকে গানবাজনার ব্যাপারে খুবই উৎসাহ দিতেন। লখনউয়ের নামী দামি সংগীতকার উস্তাদ মহম্মদ হোসেন, ছোটো মুন্না খান, নাসির খান, এহমদ খানের কাছ থেকে তিনি তালিম নিয়েছিলেন। তাই গানবাজনার আসরে তার তারিফ করার চট্টা ছিল মজলিশ মেজাজের। রবিশঙ্করের লেখায পাই, ‘একসময়ে গান-বাজনার লোক ছিলেন বলে ওঁর স্বভাবের মধ্যে, আচারে-ব্যবহারে মজলিশ ঢং এসে গিয়েছিল। উনি খুব ভাল তবলা বাজাতেন। পণ্ডিত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সন্মানে কলকাতায় এসে কিশোর ভীমসেন যোশী পাহাড়ী সান্যালের বাড়িতে কাজের লোক হিসেবে কিছুকাল কাটিয়ে গিয়েছেন, এমনও শোনা যায়।

পাহাড়ীর গানের গলা এতটাই ভাল ছিল যে, রাস্তা থেকে তাঁর রেওয়াজ শুনে স্বয়ং ধুজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিনা আমন্ত্রণে ঢুকে পড়েছিলেন তাঁদের বাড়িতে। নিজের পরিচয় দিয়ে ঘরে বসে শুনেছিলেন যুবক পাহাড়ীর গান। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে পাহাড়ী ভর্তি হন লখনউয়ের সরকারি পলিটেকনিক কলেজে। সেখানে পড়তে পড়তেই ভর্তি হয়েছিলেন তৎকালীন ‘মেরিস কলেজ অব হিন্দুস্থানি কম্পোজ’-এ। ১৯২৫ কি ১৯২৬ সালে লখনউ শহরে পণ্ডিত ভাত খণ্ডুজির উদ্যোগে স্যর উদ্দিল্লাম মেরিস কলেজ অব হিন্দুস্থানি মিউজিক প্রতিষ্ঠিত হল। গান শুনে ভাতখন্ডেজি আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন মিউজিক কলেজে যোগ দিতে ছাত্র হিসেবে। বহু ওস্তাদের কাছে আমার গান শেখা চলছে। কাজেই স্কুল-কলেজ করে গান

ভারতের কূটনৈতিক চাপ ও বিশ্ব মঞ্চে টানাপোড়েন

বিশেষ প্রতিবেদক

ভারতে কূটনৈতিক চাপ বিশ্বমঞ্চে টানাপোড়েন ও প্রতিক্রিয়ায় সমতল। বিশ্বমঞ্চে ভারতের জন্য সাম্প্রতিক বছর ওলোতে আন্তর্জাতিক চাপ যে স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি তা বোঝা যাচ্ছে। সেদেশের নিরাপত্তা; বিশেষত পাকিস্তান সম্পর্কিত; মামলায় ভারতের সাহসী সিদ্ধান্ত গুলো আন্তর্জাতিক সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আমাদের চোখ ডিপ্লোমাটিক প্রেশারের দিকে তাকিয়ে রেখেছে, যা শুধু সীমান্ত বিরোধ নন, বরং বিশ্বনীতি ও অর্থনৈতিক চাপেও ধরা দিচ্ছে। সর্বশেষ পহিলাগাম হামলার পর, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছে এবং ‘Operation Sindoor’ নামে পাণ্টা কূটনৈতিক প্রচার চালিয়েছে, যেখানে বিশ্ব দরবারে পাকিস্তানকে দোষারোপ করে এবং স্বস্ত্রাসবিরোধী কঠোর বার্তা দিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ঐতিহ্যবাহী নীরবতা ছাড়াই আন্তর্জাতিক তদন্ত আত্মহ দেখানো এক চালাক কূটনৈতিক হামলা হিসাবে গণ্য হয়েছে; ফলে বিপরীতভাবেই ভারত বিশ্বের সামনে বেশ কিছু বিচ্ছিন্নাংশায় পড়েছে। এছাড়া কানাডা,ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর অভিযোগ;ক্যানাডায় একজন শিখ নেতার হত্যায় ভারতীয় রাষ্ট্র Agents-এর জড়িত থাকার সন্দেহ;ভারতের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। পঞ্জাব-বিষয়, শিখ সশস্ত্র গোষ্ঠীর সংযোগ নিয়ে ওয়েস্টার্ন দেশের উদ্বেগ ভারতীয় অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে যত তাড়াতাড়ি ফের না কেন, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার মতো মিত্র দেশগুলো ভারতকে উদাসীনতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার অভিযুক্ত করেছে। অন্যদিকে, ভারত -মালদ্বীপ সম্পর্কেও আঙন জ্বলছে। নতুন প্রেসিডেন্ট মৃয়িঙ্জুর অধীনে মালদ্বীপ সরকার চীনের সঙ্গে ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হচ্ছে এবং ভারতের উপর চাপ তৈরি করতে ভারতীয় সেনা অংশ প্রত্যাহারের দাবি তোলে। ভারত সন্মিলিত মানবিক ও বেসামরিক ভিত্তির আকাশে সেই সেনা দলকে দক্ষ নাস্ত্রিক কর্মভাটায়িত রূপান্তর করেছে;তবে উত্তরের প্রেক্ষাপটে সম্পর্ক মোটেও স্নিগ্ধ নয়। এদের ছায়ায় চীনের ঐক্মনিত্ততা থেকে উদ্ভূত দ্ব শক্তিশালী পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। পূর্ব-আনন্দবাজারে প্রকাশিত একটি সূত্রে বলা হয়েছিল চীন ভারতের সীমানা-সংক্রান্ত প্রকল্প (ডালাই লামা, তিব্বত জনবিন্দুও প্রস্তাবাদির মতো) নিয়ে সরাসরি ভারতকে চাপ দিচ্ছে, যা

বাংলাদেশ পৌঁছাল ভারতের চিকিৎসক

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

সন্ধ্যায় ঢাকায় পৌঁছাল ভারতের চিকিৎসক দল। রাজধানীর উত্তরায় মাইলতলৈ স্কুল আ্যুড কলেজে প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তে আহতদের


চিকিৎসাসহায়তা দিতে চার সদস্যের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারও নার্স পাঠায় ভারত সরকার। তারা গত বুধবার (২৩ জুলাই) রাত সূড়ে ৯ টায় ঢাকায় এসে পৌঁছায়। চার সদস্যের ওই দলে রয়েছেন দুজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং দুজন প্রশিক্ষিত নার্স। এদিন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনের একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এর আগে, মঙ্গলবার বিবিসি বাংলার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ চূড়ান্ত হয়েছে।

জানা গেছে, গত সোমবারেরওই দুর্ঘটনায় কিছুক্ষণ পরেই ভারতের দূপুরে তারা জাতীয় বানও প্লাস্টিক পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবকে ফোন করেন এবং যেকোনো প্রয়োজনে ভারত যে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত,সে কথা তাকে জানিয়ে দেন। গত সোমবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এক্স

যেখানে ভারত বর্তমানে চিন্তা করছে চীনের উপরের বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার মতো নীতির সম্মুখ করা নিয়ে। উপরন্তু, পশ্চিমের শক্তিশালী সেনেটর লিভমসে গ্রাহাম প্রতিবাদ করেন, ভারত, চীন ও ব্রাজিলকে ‘blood money’ কিনছে রাশিয়ার সঙ্গে তেলমুখী সম্পর্কের কারণে, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বিচলিত করছে। এসব চাপে ভারত দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে, যেন তার শক্তি চরমায়িত না হয়, বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রাশিয়ার তেল কেনার বিষয়ে ইসল্যাবেডে প্রতিরোধ জারি রেখেছে।

এর সূক্ষ্মতম চিত্রই হল রিটিশ রিটশী পার্লামেন্টে ভারতীয় রাজনীতির বিভিন্ন মানবাধিকার মামলার প্রসঙ্গ, বিশেষ করে জগতারা সিং জোহালের মুক্তি। তাকে ২০১৭ সালে গ্রেফতার করা হয়, পরে মার্চ ২০২৫-এ স্থানীয় আদালতে তিনি অব্যাহতি পান, কিন্তু ইংল্যান্ডের সরকার এখনও তার মুক্তির জন্য ভারতের সামনে আন্তর্জাতিক চাপ দিয়ে চলেছে। এই সব ঘটনা নৈতিক ভারতের জন্য পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক চাপ তৈরি করেছে; যেখানে পাকিস্তান, কানাডা, চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ এরাধিক ইম্যুতে চাপ রেখেছে। একদিকে ভারত দাবি করেছে তার জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ফোরামে তার অবস্থান পরীক্ষা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ভারতের শক্তিশালী কূটনীতিক নেটওয়ার্ক এছাড়াই বৃদ্ধি মেরিয়েছে। অফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোতে তার দূতাবাস ও কনসাল জোরদার হয়েছে। কিন্তু মিশনগুলোর কর্মদক্ষতা এখনও সীমিত; বিশেষ করে গান্ধ দেশে প্রবাসীদের সুরক্ষায়, আইএফস কর্মকর্তা সংকট একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

ভারত এই চাপগুলোতে একটি স্ব-নির্ভর নীতি অবলম্বন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে,‘হাতবড়িয়ে ইউরোপ বা আমেরিকার চাপে’ সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়, বরং তার নিজস্ব শক্তি, কৌশল এবং আঞ্চলিক সমঝোতার ওপর নির্ভর করা।

এর একটি নমুনা হলো চীনের উৎপাদনশীল নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা, খবরের কয়েকটি প্রতিবেদনে পরিষ্কার হয়ে এসেছে যে ভারত চীনের ইস্পাত এবং কিংফার্মিন্স সরুনিতে নির্ভরতার পরিবর্তে মরক্কো ও সৌদি আরবের মতো বিকল্প উৎসে দৃষ্টি দিয়েছে।

হবে-সেই অনুরোধ

অনুযায়ী দিল্লিও সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোগ নেয় এবং নার্সসহ দুজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

এদিকে,সিন্ধাপুর থেকে আগত চিকিৎসকদের একটি দল ইতিমধ্যে ঢাকায় এসে পৌঁছেছে। গত বুধবারে দুপুরে তারা জাতীয় বানও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে এক বৈঠকে অংশ নেন।

ভারত বাংলাদেশের ব্যাপারে নরম নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে এখনও ভারত ব্যবসা চালু রেখেছে। সীমান্ত ব্যবসা জোড়দার করা হয়েছে। আরও ব্যবসা বৃদ্ধি করার দিতে ভারত বাংলাদেশ পরক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তবে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ব্যাপারে ভারত বেশ খানিকটা মনোক্ষুন্ন। তবে বাংলাদেশকে জানিয়েছে সেখানে সব ধর্মের লোকেরা যেন শান্তিতে বাস করে।

“নানহে ফারিস্তে” অভিযানের অধীনে আরপিএফ পূর্ব রেলওয়ে ১১টি বিভাগ জুড়ে ১১ জন নাবালককে উদ্ধার করেছে

কলকাতা, ২৫ জুলাই : অপারেশন নানহে ফারিস্তে অভিযানের অধীনে একটি বৃহৎ সমন্বিত প্রচেষ্টায়, পূর্ব রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ২৬ জুলাই ২০২৫ তারিখে হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল এবং মালদা বিভাগের বিভিন্ন স্টেশন থেকে ৯ জন নাবালক ছেলে এবং ২ জন নাবালক মেয়েকে সফলভাবে উদ্ধার করেছে। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল শিশু পাচার, পলাতক ঘটনা রোধ করা এবং রেলওয়ে চত্বরে একা পাওয়া দুর্বল নাবালকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।



শিশুটি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তাকে যত্ন ও পুনর্বাসনের জন্য বলিহারপুর (পাকুড) এর জন লোক কল্যাণ পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। **ডানকুনি রেলওয়ে স্টেশনঃ** আরপিএফ পোস্ট / ডানকুনির কর্মকর্তারা সোহেল শেখ (১৬) নামে এক নাবালক ছেলেকে প্র্যাটফর্ম নম্বর ০১ থেকে উদ্ধার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি একটি ট্রাকে হেল্পার হিসেবে কাজ করার

রায়না ২ ব্লকের ছোট বৈনানে পাঁইটা পঞ্চায়েতের নতুন ভবনের উদ্বোধন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৫ জুলাই : দীর্ঘদিনের দাবি ও প্রতীক্ষার পর অবশেষে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ২ নম্বর ব্লকের পাঁইটা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল শুক্রবার। ছোট বৈনান



গ্রামে নবনির্মিত এই আধুনিক ভবনের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রায়নার বিধায়ক শম্পা ধারা ও রায়না ২ নম্বর ব্লকের বিডিও অনিশা যশ। ফিতা কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে তাঁরা উদ্বোধন করেন নতুন দপ্তরের। উল্লেখ্য, বামফ্রন্ট আমলে এই পঞ্চায়েতের অফিস একটি জরাজীর্ণ ঘরে চলত। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েতের দায়িত্ব নেওয়ার পরও একই পরিকাঠামোতে অফিস চালু ছিল। বর্ষার সময় অফিসে জল ঢুকে পড়া, ছাদের চুঁইয়ে জল পড়া এবং বসার জায়গার সুবিধা - এসবই ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। সাধারণ মানুষ ও পঞ্চায়েত কর্মীরা চরম ভোগান্তির মধ্যে কাজ চালিয়ে যেতেন। এই পরিস্থিতিতে বাম আমলেই পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কেনা জমিতে পরবর্তীতে নির্মাণ করা হয় আধুনিক এই ভবনটি। একতলা এই ভবনে অফিস কক্ষ ছাড়াও বসার ঘর, এটেক কক্ষ ও শৌচালবসহ একাধিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে পাঁইটা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান ছাড়াও রায়না ২ নম্বর ব্লকের অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান ও জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। নতুন ভবন উদ্বোধনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জন্য পরিষেবা আরও সুষ্ঠুভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছেন আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা।

শান্তিনিকেতন থেকে কবিগুরুর শেষ বিদায়ের ৮৪ বছর স্মরণ অনুষ্ঠান

দূরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৫ জুলাই : প্রতি বছরের মতো এবারও কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন থেকে শেষ বিদায় স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানটি পালিত হল শান্তিনিকেতনে। পায়ে পায়ে শান্তিনিকেতন থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ বিদায়ের ৮৪ বছর হলো অতিক্রান্ত।



সুধাকান্ত রায়ের পুত্র, প্রবীণ আশ্রমিক ও রবীন্দ্র মেধন্য ঝাঁপেশ রায় চৌধুরী। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ যাত্রার এক প্রত্যক্ষদর্শী। অনুষ্ঠানে তিনি শান্তিনিকেতন থেকে কবিগুরুর শেষ বিদায়ের মুহূর্তগুলি তুলে ধরেন এবং নিজের স্মৃতিচারণায় উপস্থিত দর্শকদের আবেগপ্রবণ করে তোলেন। রবীন্দ্র গবেষক অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কবিগুরুর অন্তিম সময় ও তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের গভীর দিকগুলি তুলে ধরেন যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। অনুষ্ঠানের আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন কুশলগুরু প্রতিষ্ঠান। মৃণালকান্তি দাস। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে কবিতা, সংগীত, নাটক ও নৃত্যের মাধ্যমে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। প্রতি বছর আয়োজিত হয় এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। উদ্দেশ্যে একটাই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কবিগুরুর শেষ বিদায়ের ইতিহাসকে স্মরণকে করে স্মৃতিতে ধরে রাখা।

সরকারি অফিস থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই পাচার! তদন্তে শিক্ষা দপ্তর

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৫ জুলাই : এতদিন মিড-ডে মিলের ঢাল চুরি কিংবা পরিকাঠামো উন্নয়নের অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগে সীমাবদ্ধ ছিল স্কুল সংক্রান্ত দুর্নীতি। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলো আরও এক লজ্জাজনক অধ্যায়-সরকারি অফিস থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই পাচারের অভিযোগে উদ্ভাল পূর্ব বর্ধমান। ঘটনায় শিক্ষামহলে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, পূর্ব বর্ধমান জেলার সদর উত্তরবঙ্গের এসআই অফিস থেকে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ পাঠ্যবই দুই দফায় ট্রাকে করে পাচার করা হয়। ১২ এবং ৩০ এপ্রিল, এই দুই দিনে পাঠ্যবইগুলি বাইরে সরিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ছয়জন শিক্ষকের স্বাক্ষরিত একটি অভিযোগপত্রে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগে পচার নির্দেশে এই বই সরানো হয়েছে, তাও স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে। পরিস্থিতির জেরে বিভিন্ন স্কুলে বইয়ের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য যে এক কপি করে বই দেওয়ার নিয়ম রয়েছে, সেটাও মানা হয়নি বলে অভিযোগ। ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষা সচিবদের চেয়ারম্যান মধুসূদন ভট্টাচার্য্য জানান, অভিযোগ গুরুতর সন্দেহ নেই। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেয়া হবে। তদন্তে একাধিক আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত জোর দিয়ে কিছু এখন বলা যাচ্ছে না।’’ এদিকে জেলাপরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কৈনার বলেন, ছাত্রছাত্রীদের বই পাচার হচ্ছে-বিশ্বাস করাও কঠিন। তবে বিষয়টি

জন্য ওড়িশা যাচ্ছিলেন। ছেলেটিকে হুগলির সিধুরের গোপালনাগর নিবেদিতা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। **শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশন** : আরপিএফ পোস্ট / শিয়ালদহ মেহিন প্রিন্স সিং (১৩) কে প্র্যাটফর্ম নম্বর ০৬ থেকে উদ্ধার করেছে। সে তার কাকার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং কলকাতায় তার কাকার বাড়ি বা বিহারে তার জন্মস্থানে ফিরে যেতে পারেনি। আরপিএফ পোস্ট / শিয়ালদহ মেহীন ও সারিকুল লস্কর (১৫) কে প্র্যাটফর্ম নম্বর ১২ /১৩ থেকে উদ্ধার করেছে। সে চাকরির সন্ধানে শিয়ালদহে এসেছিল এবং বাড়ি ফিরে যেতে পারেনি। প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য উভয় ছেলেকে শিয়ালদহের চাহিন্ত লাইনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। **কলকাতা রেলওয়ে স্টেশন** : আরপিএফ পোস্ট / কলকাতা ৫ নম্বর প্র্যাটফর্ম থেকে সামাদ আনসারী (১২) কে উদ্ধার করেছে। তার বাবার ব্যবসার শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে ছেলেটি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এবং অর্থ উপার্জনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাকে জিআরপিএস চিৎপুরে হস্তান্তর করা হয়েছে। **জাসিডিহ রেলওয়ে স্টেশন** : আরপিএফ পোস্ট / জাসিডিহ ২ নম্বর প্র্যাটফর্ম থেকে দুই নাবালক ছেলে, মো. অফিসার (১৬) এবং মো. রাজবুল হুসেন (১২) কে উদ্ধার করেছে। পারিবারিক সমস্যার কারণে দুজনেই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল। আরও একটি নাবালক ছেলে, রোশন সিং (১২) কে একই পরিস্থিতিতে একই প্র্যাটফর্ম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তিনজনকেই যত্ন এবং পুনর্বাসনের জন্য জাসিডিহের শিশু সহায়তা ডেস্কে হস্তান্তর করা হয়েছে। **তিনপাহাড় রেলওয়ে স্টেশন** : বাম সংরক্ষণ মহান তিনপাহাড়ের শ্রীমতী শবনম প্রবীণের সাথে সমন্বয় করে, আরপিএফ পোস্ট / বারহারওয়া-এর কর্মকর্তারা, প্র্যাটফর্ম নম্বর ০১ থেকে এক নাবালক ছেলে, জুভেল পাহাড়িয়া (১৪) এবং দুই নাবালিকা মেয়ে, সোনালী পাহাড়িন (১৫) এবং ফুলু পাহাড়িয়া (১২) কে উদ্ধার করেছেন। তাদের পরিবারকে না জানিয়েই তারা কাজের জন্য দিল্লি যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে। স্বাথায় যত্ন এবং পুনর্বাসনের জন্য তিনজনকেই হস্তান্তর করা হয়েছে। এই বৃহৎ আকারের উদ্ধার অভিযান শিশুদের শোষণ, পাচার এবং অন্যান্য ধরণের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য পূর্ব রেলওয়ের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রতিকলিত করে। আরপিএফ কর্মীরা চব্বিশ ঘন্টা সতর্ক এবং সক্রিয় থাকেন এবং সমন্যোপযোগী হস্তক্ষেপ এবং দূর্দশাপ্রাপ্ত নাবালকদের ব্যাপক পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে শিশু কল্যাণ সংস্থাগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিদ্বের বাংলাদেশে যাওয়ার ছক, ‘সাম্প্রদায়িক’ হুমায়ুনের!

দূরন্ত বার্তা, মূর্শিদাবাদ ও মালদা, ২৫ জুলাই : হিন্দুদের কেটে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ করেছেন, তৃণমূলের নেতৃত্বে মুসলিমদের স্থান দেওয়া হচ্ছে না। সাম্প্রদায়িক তকমা পাওয়া এই নেতা হলেন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর । এখন ঘাসফুল নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর তীব্র সংঘাত। তৈরি করেছেন বাংলাদেশে যাওয়ার ছক। গত এক বছর ধরে উদ্ভাল বাংলাদেশ। পদ্মাপাড়ে এখন তীব্র ভারত-বিরোধিতা। পাশাপাশি চলছে হিন্দুদের উপর নির্যাতন। খুন, ধর্ষণ, লুটপাট থেকে শুরু করে মন্দিরে হামলা ও ভাঙচুর-সবই চলছে লাগাতার। কটরপন্থীদের চাপে বহু পুজো বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন। বাংলাদেশে হিন্দু-বিদ্বেষ কিংবা ভারত-বিরোধিতা নতুন কিছু নয়। প্রায় চার বছর আগে দুর্গাপূজার সময় মৌলবাদীদের তাণ্ডবে একের পর এক মণ্ডপ ভাঙা হয়েছিল। হিন্দুদের বাড়িতে হামলা চলে, প্রাণহানিও ঘটে। এমন পরিস্থিতিতে সমগ্র দুর্গাপূজার সময় বাংলাদেশে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। ভারতপুরের এই বিধায়ক খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশে অনেক আত্মীয়-পরিজন আছেন। তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাব। ভিসা পেলে যাব, না পেলে আর যাওয়া হবে না। তৃণমূলের সঙ্গে তার দূরন্ত তৈরি হয়েছে প্রায় দুই বছর আগে, পঞ্চায়েত ভোটের সময় থেকেই। হুমায়ুনের অভিযোগ, তাঁকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পঞ্চায়েতের প্রার্থী

শিলচর ও মহিশাশন-এর মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ২৫ জুলাই : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে শিলচর এবং মহিশাশনের মধ্যে চলাচলকারী দুই জোড়া যাত্রীবাহী ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ট্রেন নং. ৫৫৬৬২ /৫৫৬৬১ এবং ৫৫৬৮৬ /৫৫৬৮৫ (শিলচর – মহিশাশন - শিলচর) প্যাসেঞ্জার, যার ফ্রিকোয়েন্সি বর্ধননে সপ্তাহে দুই দিন থেকে বাড়িয়ে ছাা দিন করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এই যাত্রীবাহী ট্রেনগুলির ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত এই একাধিক এবং এর আশ-পাশের এলাকার জনসাধারণকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা প্রদান করবে। এই

নিরন্তর পরিষেবা শিলচর এবং মহিশাশনের মধ্যে প্রতিদিন বা প্রায় প্রতিদিনের যোগাযোগ নিশ্চিত করবে, যা বিশেষ করে নিয়মিত যাত্রী, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী এবং অফিসগামীদের জন্য উপকারী। ট্রেন পরিষেবার ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধির ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষিপণ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহনে সহায়ক হবে, যার ফলে স্থানীয় অর্থনীতি এবং বাজার আদিকে প্রোত্সাহিত করবে। ট্রেন নং. ৫৫৬৬২ / ৫৫৬৬১ (শিলচর – মহিশাশন - শিলচর) প্যাসেঞ্জার যাত্রীরা যেনে ফ্রিকোয়েন্সি, যা আগে সপ্তাহে মাত্র দুই দিন চলাচল করেছিল, এখন ২৮ জুলাই, ২০২৫

তৈরির প্রাথমিক সব কাজ তাঁরাই সামলাচ্ছেন। আগাস্ট থেকে জানুয়ারি-এই সময়ে চলবে প্রকৃতির কাজ। এই সময়ের মধ্যে সপরিবারে



বাংলাদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনাও করেছেন তিনি। অন্যদিকে, বিদ্রোহী বিধায়কের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছে তৃণমূল। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো-এই প্রবাদে আশ্র রেখে হুমায়ুন কবীরকে দল থেকে বহিস্কারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ পর্যালোচনা করে রিপোর্ট পাঠানো হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই নেওয়া হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। মূর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের কার্যকলাপের উপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। তিনি আর কোন কোন বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, মূর্শিদাবাদ ও মালদহ-এই দুই জেলার প্রায় এক উভয় বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন হুমায়ুন কবীর।

পরিবেশ সচেতনতার পাঠশালায় নব বারাকপুর থানার পুলিশ

দূরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৫ জুলাই : খুদে পড়ুয়াদের পরিবেশ সচেতনতার পাঠশালায় থানার বড় বাবু থেকে পুলিশকর্মীরা। শিক্ষকের ভূমিকায় নব বারাকপুর থানার আইসি সুমিত কুমার

চকদার, বাকশী কর, প্রাক্তন শিক্ষক

OFFICE OF THE PRADHAN JABARRAH-JAPRA 110 GRAM PANCHAYAT Under Para Panchayat Samity VIII + PO: Jhaptara,Dist: Purulia e-TENDER NOTICE Memo No: 199(16)/JJ-IGP/2025 Date: 24/07/2025 NiET No. WB/UP/PARA/PPRADHAN/JJ-IN/IT/06-2025-26 Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah-Jhapra 110 No GP under Para Panchayat Samity through a single stage two part e-procurement system (Part I Techno-commodities Bid, Part II: Financial Bid) using website https://wbenders.gov.in/. Date and Time of Download/Sale: from 26/07/2025 6:30 pm to 04/08/2025 11:30 pm. 2. Date and time of Bid Submission: from 26/07/2025 6:30 pm to 04/08/2025 01:30 pm. 3. Date and time of Bid Opening: 06/08/2025 at 02:00PM. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.	MARRIAGE DECLARATION I am Md Rabin Sarkar,son of late Md Jakir Hossain, residing at Murshidabad, West Bengal, India Holder of passport no. N6273587 and Aadhar No.776922126566,do hereby solemnly affirm and declare as follows: That on 14 July 2025, my marriage was solemnized in Bangladesh with Mast. Joti Khatun daughter of a Md. Mubod Hossen residing at Rajshahi, Bangladesh Holder of passport No. A1639515170 and national ID Number 8261522216, being since that date, we have been living as husband and wife. My Mother contact No.7797933260, My father-in-laws contact No.01740643707.I affirm that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief M. Rabin Sarkar.....
---	--

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-10/2025-26 Vide
Memo No-611/Shy-II/NDT-25.07.2025
On line e-Tender are Invited from Bonafide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website https://wbenders.gov.in . The last date of tender submission -12.08.2025 at 10.00 PM.
SD-/EXECUTIVE OFFICER
SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH, 711312

	ট্রাইবল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (টিআরআইএফইডি) (উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার)	
হেড অফিসঃ এনএসআইসি বিজনেন পার্ক, এনএসআইসি এস্টেট, গুখলা ফেজ-III		
টিআরআইএফইডি দরপত্র আমন্ত্রণ করছে (GEM/2025/6147734)		

আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনে ট্রাইবল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (টিআরআইএফইডি) তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়ন অধ্যয়নের জন্য একটি সংস্থা নিয়োগের জন্য একটি প্রস্তাবের অনুরোধ (আরএফপি) প্রকাশ করেছেঃ

১. নিম্নলিখিত কেন্দ্রীয় সেক্টর প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার জন্যঃ প্রধানমন্ত্রী জনজাতি্য বিকাশ মিশন (পিএমজেডিএম), প্রধানমন্ত্রী জনজাতিয় আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (পিএমজেএএনএমএএন) এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উপজাতীয় পণ্যের প্রচার (পিটিপি-এনইআর) ।

২. ট্রাইবস ইন্ডিয়া স্টোরগুলির একটি প্রয়োজন মূল্যায়ন অধ্যয়ন পরিচালনা করার জন্য।

কাজের পরিধি, সময়সীমা, যোগ্যতার মানদণ্ড এবং দরপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, www.trifed.tribal.gov.in | www.gem.gov.in দেখুন।

cbc43104/12/0007/2526

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Exe. Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :-
1. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/017/2025-2026/R
Name of work : Supplying & spreading of silver Sand at different places in view of Holy Festival Puja in Ward No-137, Br-XV. Estimated Cost (Including GST & CESS) : Rs.1,40,189.61. Earnest Money : Rs.2,900.00.
2. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/052/2025-2026/R
Name of work : Restoration of paver block passage with allied works at Alif Nagar and other location, near Premises No.G274/2/D, G326, G285, G274/3 etc. in Ward No-134, Br-XV. Estimated Cost (Including GST & CESS) : Rs.2,97,034.89. Earnest Money : Rs.6,000.00. Period of Completion : 90 Days (for SI.No.1 & 2). Last Date and Time of submission of Bid : 08.08.2025 - 11 a.m. (for SI.No.1 & 2). Date of opening of tender : 11.08.2025 - 11 a.m. (for SI.No.1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 29.07.2025 - 5 p.m. (for SI.No.1 & 2) from the website https://tenderer.wb.nic.in (for SI.No.1 & 2).
The Exe. Engineer (Civil), Br-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT NO. : KMC/E.E(C)/Br-XVII/126/024/25-26/2nd Call
Name of work : Fencing of Grill at pond side road for protection of Pedestrian at Sasan Kali Tala Road near Pre.No.10A in Ward No-126. Estimated Cost (Including GST & CESS) : Rs.2,46,582.47. Earnest Money : Rs.5,000.00. Period of Completion : 30 Days.
2. NIT NO. : KMC/E.E(C)/BR-XVII/123/008/25-26/PKC 2nd Call
Name of work : Regular maintenance of KMC Park at Samar Roy Chowdhury Park, Vidyasagar Park and Gupta Sishu Uddyan etc. in Ward No-123. Estimated Cost (Including GST & CESS) : Rs.4,67,403.70. Earnest Money : Rs.9,500.00. Period of Completion : 210 Days. Last Date and Time of submission of Bid : 08.08.2025 - 12 noon (for SI.No. 1 & 2). The Tender will be opened on 11.08.2025 - 12 noon (for SI.No.1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 31.07.2025 - 5 p.m. (for SI.No.1 & 2).
3. NIT NO. : KMC/E.E(C)/BR-XVII/144/008/25-26
Name of work : Construction of U/G sewer including restoration of road at Barui Para, 2 Nos. Pool near Pre.No.61 in Ward No-144. Estimated Cost (Including GST & CESS) : Rs.4,95,892.00. Earnest Money : Rs.10,000.00.
4. NIT NO. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/026/25-26/UTTARAN
Name of work : Imp. of cement concrete road at slum area of Sriguru Colony near Pre.No.71/A and others in Ward No-125. Estimated Cost (Including GST & CESS) : Rs.3,51,067.35. Earnest Money : Rs.7,500.00. Period of Completion : 30 Days (for SI.No.3 & 4). Last Date and Time of submission of Bid : 04.08.2025 - 12 noon (for SI.No.3 & 4). The Tender will be opened on 06.08.2025 - 12 noon (for SI.No.3 & 4). The bid forms and other details are available on and from 26.07.2025 - 5 p.m. (for SI.No.3 & 4) from the website https://tenderer.wb.nic.in (for SI.No.1 to 4).
The Exe. Engineer (Civil), Br-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT NO. : KMC/XIII/119/08/25-26/UT (1st Call)
Name of work : Maintenance of C.C. Road at different Uttaran Area in Ward-119. Work Value : Rs.2,98,630.67. Earnest Money : 6,000.00. Period of Completion : 30 Days.
2. NIT NO. : KMC/XIII/119/24/25-26 (1st Call)
Name of work : Maintenance of road by laying Hot-Mix at different places of Kedar Chatterjee, Shil Thakur Bari Road, J.K. Pal Road, Roy Bahadur Road Bye Lane etc. in Ward No-119, Br-XIII. Work Value : Rs.3,53,755.77. Earnest Money : 7,100.00. Period of Completion : 45 Days.
3. NIT NO. : KMC/XIII/117/019/25-26 (1st Call)
Name of work : Maintenance of C.C. pavement at P.K. Chandra Lane Bye Lane near Pr.No.15A, 111/C in Ward No-117, Br-XIII. Work Value : Rs.4,43,693.13. Earnest Money : 9,000.00. Period of Completion : 25 Days. Last date of Submission of Bid : 05.08.2025 upto 11 a.m. (for SI.No. 1 to 3). Tender will be opened on : 07.08.2025 - 11 a.m. (for SI.No.1 to 3). The bid forms and other details are available on and from 29.07.2025 from 5 p.m. (for SI.No.1 to 3) from the website https://tenderer.wb.nic.in (for SI.No.1 to 3).

দেবল মুখার্জি, তরুণ গুহ, গুমা রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিত কুমার সরকার, থানার পুলিশ আধিকারিকরা সহ আইসিডিএস কর্মীবৃন্দ।

চাষবাস করি

রেকর্ড ধান উৎপাদন রাজ্যে, কৃষকদের কুর্নিশ জানিয়ে পোস্ট মুখ্যমন্ত্রীর

কৃষিক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল বাংলা। ২০২৪-২৫ সালে ২৫৬.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছে রাজ্যে। যা এখনও পর্যন্ত যে-কোনও বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ফলে আবারও ধান উৎপাদনে দেশে শীর্ষস্থান ধরে রাখল বাংলা। এহেন সাফল্যে কৃষকদের কুর্নিশ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু ধানই নয়, রাজ্যের প্রধান ফসলগুলির উৎপাদনও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যার মধ্যে ভূট্টার উৎপাদন আট গুণেরও বেশি হয়েছে। ডাল তিন গুণেরও বেশি উৎপাদন হয়েছে। এই রেকর্ডের পর উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও এগ্ন হাভ্ডেলে তিনি লিখেছেন, ‘ আমাদের কৃষক, কৃষি শ্রমিক ও কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত সকল ভাই ও বোনদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।’২০২৪-২৫ সালে ২৫৬.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছে বাংলায়। ২০২৪ সালের খরিক মরশুমে মোট ১৮.১৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান ঘরে তোলা গিয়েছিল। ২০২৪-২৫ সালের বোরো মরশুমে ৭৫.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছে। যা মোট করলে পাঁড়ায় ২৫৬.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২১-২২ সালে রাজ্যে ২৫৩.৬৬

লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছিল। যা এই বছর পর্যন্ত রেকর্ড



ছিল। ২০২৪-২৫ সালের উৎপাদন পূর্ববর্তী রেকর্ডকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। ২০১১ সালে রাজ্যে পালা বদলের সময় ধান উৎপাদন ছিল ২০০.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২৫ সালে সেই উপাদন ৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও ২০২৪ সালে বিভিন্ন জেলায় ঘূর্ণিঝড় ‘ প্রভাব ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও রেকর্ড ধান উৎপাদন হয়েছে। যা কৃষিকর্তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর কৃষকদের সাহায্যে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ

করেছেন। কৃষকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান-সহ কৃষক বন্ধু, বাংলা



শস্য বিমা, খাজনা মবুক থেকে সুলভ মূল্যে ধান সংগ্রহ একাধিক উদ্যোগ কৃষকদের সহায়তা করেছে বলে মনে করে। ওয়াকিবহল মহলারাজ্যে শুধু ধান উপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়। কৃষিবিভাগের তথ্য বলেছে, রাজ্যে ভূট্টার উৎপাদন আট গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে (৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ২৯ লক্ষ মেট্রিক টন)। তৈলবীজ দুই গুণ বেশি উৎপাদন হয়েছে (৭ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন)। ডাল তিন গুণেরও বেশি (১.২২ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৪.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন)

এবং সুগন্ধি চালের উৎপাদন প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (০.৬৪ লক্ষ



মেট্রিক টন থেকে ৩.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন)।রাজ্যের এই সাফল্যের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এগ্ন হাভ্ডেলের পোস্ট করে লেখেন, ‘খুব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ কৃষি উৎপাদনে ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে। ঘূর্ণিঝড় ডানা এবং বেশ কয়েকটি জেলায় বন্যার মতো প্রতিকূলতার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের কৃষকদের অদম্য মনোবল, জেদে এই মাইলফলক অর্জন করা হয়েছে। সঙ্গে রাজ্য সরকারের কৃষকবন্ধু, বাংলা শস্য বিমা, সুলভ মূল্যে ধান ক্রয়ের সাহায্য করেছে।’

লাল মাকড়শার জ্বালায় উধাও চা বাগানের সবুজ পাতা! দূশ্চিন্তা বাড়ছে

কিছুদিন আগে সবুজ থেকে। ‘লুপার কাটার পিলা’-র কথা বলা হয়েছিল। যারা চা বাগান নষ্ট করে দিচ্ছিল। এখন এল লাল মাকড়শা। লুপারের সেই ধাক্কা সামলে না উঠতেই এবার লাল মাকড়শার হানা। একরের পর এক চা বাগানের পাতা কুকুড়ে কালো করে দিচ্ছে। পুজোর আগে এমন বিপর্যয়ে মাথায় হাত পড়েছে উত্তরের অন্তত ৫০ হাজার চা চাষিরা। কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। চা চাষি দের সূত্রে জানা গিয়েছে, লাল মাকড়শার উপজ্বর চা বলয়ে নতুন কিছু নয়। কিন্তু ওই সমস্যা দেখা দেয় মার্চ-এপ্রিলের গরমে। গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ায় লাল মাকড়শা দ্রুত বংশ বিস্তার করে। বর্ষার মরশুমে বৃষ্টির জলে গুয়ে যায়। বংশ বিস্তার করতে পারে না। এবার ভরা বর্ষায় একটানা বৃষ্টির দেখা নেই। তার উপরে বিষ্কিণ্ডভাবে যতটুকু বৃষ্টি হচ্ছে তারপরই তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি থেকে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় লাল মাকড়শার সংখ্যা

বেড়েই চলেছে। রাতারাতি হেক্টরের পর হেক্টর চা বাগানে গাছের পাতা বড়িয়ে ফেলেছে। ফলে গাছের বৃষ্টি কমতে শুরু করেছে। চা পাতা



উৎপাদন উদ্বৈগজনকভাবে কমে যাওয়া শঙ্কা বেড়েছে। বাজারে প্রচলিত ওষুধে তেমন কাজ না হওয়ায় উত্তর দিনাজপুর, তরাই এবং জলপাইগুড়ি জেলার কয়েক হাজার ক্ষুদ্র চা চাষিদের অনেকেই আমস্বয়ে চা গাছ ছেঁতে ফেলছেন। কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্মাল টি

প্রায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয় গোপাল চক্রবর্তী বলেন, এবার চা শিল্প মারাত্মক ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়েছে। ভরা বর্ষায় বৃষ্টি নেই।



তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। এর ফলে রোগ পোকার আক্রমণে নাজহাল। বিস্তীর্ণ এলাকার চা গাছের সবুজ দুটি পাতা ও কুড়ি নেই। ঝলসে, কুকুড়ে লাল হয়েছে বাগানের পর বাগান। ময়নাগুলির রামশাই এলাকার এক চা চাষি বলেন, এক রাত সময় দিচ্ছে না। এদিকে ওষুধেও কাজ হচ্ছে না।

যে পাতা এখন বাগানে রয়েছে তা বিক্রিও হবে না। ক্ষুদ্র চা চাষি সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর জেলা এবং শিলিগুড়ি মহকুমায় ৫০ হাজার হেঁচি চা বাগান রয়েছে। সেখান থেকে বছরে গড়ে ১ হাজার ২৫০ মিলিয়ন কেজি কাচা চা পাতা উৎপাদন হয়। ওই সমস্ত বাগানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। চা পাতা উৎপাদন কমে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাদের একাংশের ভবিষ্য অনিশ্চিত হওয়ার আশঙ্কা। ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোয়ার্ম অব স্মাল টি প্রোয়ার্স’-এর চেয়ারম্যান রজত কার্জি জানান, এবার আবহাওয়ার জন্য চা শিল্প ভাবস্রব সংকটের মুখে দাঁড়িয়েছে। চা বাগানের জন্য ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং দিনে রোদ, রাত্রে বৃষ্টি প্রয়োজন। সেটা মিলছে না। দিনে প্রখর রোদ। বৃষ্টি নেই। তার উপর এই লাল মাকড়শার হানা। উশেই পল্লভ নী পরিস্থিতি হবে তা বোঝা যাচ্ছে না।

বৃষ্টির দেখা নেই,রোদে পুড়ছে মার্চ, চাষের সঙ্কট বাড়ছে উত্তরে আমন ধানের উৎপাদন উদ্বৈগজনকভাবে কমতে পারে

আমন ধানের বীজতলা ঝলসে গিয়েছে। ধান চারার আকাল উত্তরের গ্রামগুলোতে। এদিকে সেচের জল খিঁচিয়ে যারা চারা বুনেছিলেন তাদেরও খেতের মাটি প্রখর রোদের তাপে ফুটিফাটা হয়েছে। কৃষিকর্তাদের শঙ্কা, এবার আমন ধানের উৎপাদন উদ্বৈগজনকভাবে কমতে পারে। উঁচুজমিতে এখনও ধান বোনা সম্ভব না হওয়ায় মার খেতে পারে পুজোর সবজি উৎপাদন। জলপাইগুড়ি জেলার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের এক কর্তা জানানেন, এই সময় ৬০ শতাংশ জমিতে ধানচারা রোপনের কাজ শেষ হয়ে যায়। এবার মার্চ ৪০ শতাংশ জমিতে ধান বোনা হয়েছে। জলের অভাবে সেটার অবস্থাও উদ্বৈগজনক। বৃষ্টি ছাড়া পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিকল্প কোনও পথ নেই।ধান সঠিক পরিমাণে উৎপাদন



না হলে কত টাকার ক্ষতি হতে পারে? সেই প্রশ্নও উঠছে। শ্রাবণ মার্চে জল জল দাঁড়ায়নি। জলের অভাবে উঁচু জমিতে ধান চারা বুনাতে



পারছেন না চাষিরা। নিচু জমিতেও জলের টান ধরেছে।কিছু চাষি খটায় দুশো টাকা খরচ করে সেচের জলে নিচু জমিতে ধানের চারা বুনেছিলেন। সেখানেও খরার মতো মাটি ফুটিফাটা হয়েছে। ধানের বীজতলা ঝলসে হলুদ হয়েছে। নতুন করে

বুনবেন সেই চারা মিলছে না গ্রামে। এমন পরিস্থিতিতেও ভারী বর্ষণের সুখের দিতে পারছেন না আবহাওয়া দপ্তরের কর্তারা। তারা জানিয়েছেন, আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত একই পরিস্থিতি চলতে পারে। কৃষিদপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, তেমন হলে এবার ধানের ফলন উদ্বৈগজনকভাবে মার খাবে। শুধু তাই নয়। উঁচু জমিতে ধান কেটে নেওয়ার পর শুরু হয় পুজোর সবজি চাষ। এবার সেটাও মার খাবে। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি রকেট উত্তর মাধবভাড়া গ্রামের এক ধান চাষি জানানেন, জলের অভাবে গ্রামের প্রত্যেকের ধানখেতের মাটি শুকিয়েছে। ধানচারা হলুদ হচ্ছে। বৃষ্টি না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা ফ্রান্সের, ‘ সিদ্ধান্ত’, ক্ষুব্ধ ইজরায়েল-আমেরিকা

২৫ জুলাই : প্যালেস্টাইনকে এবার রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে চলেছে ফ্রান্স। বৃহস্পতিবার সেদেশের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এগ্ন হাভ্ডেলে জানান, গাজার যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। আমজনতকে বাঁচানো দরকার। তাই আগামী সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় গাজাকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা করবেন ম্যাক্রোঁ। ২০২৬ সালে ইজরায়েলকে হামাসের আক্রমণের পর তেল আভিভের পাইলট দাঁিয়েছিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট। হামাসের হামলার তীব্র নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু গত কয়েকমাসে ইজরায়েল যেভাবে

গাজায় আক্রমণ চালিয়েছে, তাতে বিরক্ত ম্যাক্রোঁ। সেকারগেই এবার তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্যালেস্টাইনকে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা দেবে ফ্রান্স। ম্যাক্রোঁর কথায়, সাধারণ মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়াটা অন্তত প্রয়োজনীয়। তাই অবিলম্বে যুদ্ধ থামিয়ে পণবণিদের উদ্ধার করতে হবে। সেইসঙ্গে ত্রাণ পৌঁছে দিতে হবে গাজায়। বৃহস্পতিবার প্যালেস্টাইনকে হামাসের বিরুদ্ধে পোস্ট করেন ম্যাক্রোঁ। সেখানেই তিনি দাবি করেন, হামাসকে নিরস্ত্র করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেকারগেই প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন মর্যাদা দেওয়া দরকার। তাছাা আর কোনও উপায়

নেই। ম্যাক্রোঁ লেখেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরুক, এটাই চায় ফ্রান্সের জনতা। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারই গাজায় যুদ্ধবিরতির বৈঠক থামিয়ে দেয় আমেরিকা। তাদের মতে, হামাসের তরফে সহযোগিতা মিলছে না। উল্লেখ্য, ম্যাক্রোঁর এহেন সিদ্ধান্তের নেপথ্যে নির্বাচনী রাজনীতি রয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে ফ্রান্সে। ফলে গাজা-সহ মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক ইস্যুতে সেদেশে প্রতীবাদ-বিক্ষোভ কমপক্ষেও হয়ে থাকে। সম্ভবত সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই

প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি দিতে চাইছেন ম্যাক্রোঁ। ইউরোপের বৃহত্তম দেশ হিসাবে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রি হিসাবে ঘোষণা করতে চলেছে ফ্রান্স। এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসার পরেই ইজরায়েল এবং আমেরিকা ভূগোলাদ্যে করেছ ফ্রান্সকে। মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও বলেন, হামাসের হয়ে কথা বলছে ফ্রান্স। তাদের পদক্ষেপ শান্তি স্থাপনের পক্ষে ক্ষতিকারক। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহর কথায়, এহেন পদক্ষেপ আসলে ইরানি ছায়াযুদ্ধের অন্ত্র। বিষয়টি অত্যন্ত লজ্জাজনক বলে দাবি করেছেন ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রী।

নাশিক-ত্র্যম্বকেশ্বর সিংহস্থ ২০২৭ রেল পরিকল্পনা পর্যালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব



নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : প্রয়াগরাজ মহাকুন্তের মতো, রেলপথ মন্ত্রণালয় ২০২৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য নাশিক-ত্র্যম্বকেশ্বর সিংহস্থের জন্য আগাম প্রস্তুতি শুরু করেছে।কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং প্রতিমন্ত্রী শ্রী রবনীত সিং বিটু পরিকল্পনাগুলির একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা করেছেন। জিএম সেন্ট্রাল রেলওয়ে, ডিআরএম ভূসাবল ডিভিশন এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা মন্ত্রী এবং রেলওয়ে বোর্ডকে এর পরিকল্পনা এবং

বাস্তবায়নের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন।https://static.pib.gov.in/WriteReadDatauserfiles/image/image001EMJJ.gifমেলা এলাকার সাথে যোগাযোগ জোরদার করাঃ রেলওয়ে সিংহস্থের জন্য ব্যাপক অবকাঠামো এবং কর্মক্ষমতা আপগ্রেড করবে। এটি অঞ্চল জুড়ে স্টেশনগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করেছে। লক্ষ্য হল ২০২৭ সালের নাসিক সিংহস্থের সময় যাত্রী চলাচল সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।রেলমন্ত্রী কর্মকর্তাদের মহাকুন্ত ২০২৫ সালের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ধৃত সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি গ্রহণ করার আহ্বান জানান। মন্ত্রী কর্মকর্তাদের নাসিকের সমস্ত নিকটবর্তী স্টেশনগুলিতে পর্যাণ্ড সুযোগ-সুবিধা তৈরি করার পরামর্শ দেন। তিনি নির্বিঘ্ন পরিবহনের জন্য পর্যাণ্ড স্ট্যান্ডিং ক্ষমতা রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে মেলা এলাকার আশেপাশের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে যাত্রী পরিবহন পরিচালনা করা হবে। এগুলো হল নাসিক রোড, দেবলালি, ওধা, খেরওয়াড়ি এবং কসবে সুকেন স্টেশন।পরিকাঠামোর উন্নয়ন, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিঃরেল কর্মকর্তারা চিহ্নিত ৫টি স্টেশনের প্রতিটিতে প্রস্তাবিত অবকাঠামোগত কাজের বিবরণ এবং যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার কথা ভুলে ধরেন। এই স্টেশনগুলিতে পরিকল্পিত কাজের জন্য ১,০১১ কোটি টাকারও বেশি খরচ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।নাসিক রোডঃগ্লাটফর্ম-৪ দ্বিমুখী করা হবে। গ্লাটফর্ম-১-কে ২৪টি কোচ বিশিষ্ট ট্রেনের জন্য সম্প্রসারিত করা হবে। ১২ মিটার প্রশস্ত একটি FOB তৈরি করা হবে। হোল্ডিং এরিয়া হিসেবে গুডস শেড ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে।

হাওড়া জেলা আদালতের নতুন ভবনের শুভ সূচনা

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ জুলা : হাওড়া জেলা আদালতের নতুন ভবনের (প্রথম পর্যায়ের) শুভ সূচনা হলো। শুক্রবার সকালে এর সূচনা করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, হাইকোর্টের বিচারপতি নতুন শম্পা দত্ত পাল এবং রবি কিসান কাপুর এবং জেলা জজ অভিজি সোমা। এদিন সাংবাদিকদের প্রধান বিচারপতি বলেন, এই বিল্ডিংটি তৈরি হওয়ায় শুধুমাত্র আইনজীবীদেরই নয়, সেসব বিচারকার্য এই আদালতে আসেন তাদের পক্ষে এটা একটা বড় আশীর্বাদ। এটির প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হলে একসাথে জুড়ে দেওয়া হবে। সরকারের সাহায্যে এই বিল্ডিংটি তৈরি হয়েছে। হাওড়া শহরের বৃক্ক বাণ্ট এলাকায় যেখানে সংগৃহে পাঁচ থেকে ছয় দিন কাজ হয় তার মধ্যেও কাজ শেষ করার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী এবং পূর্ত দফতরের সিনিজি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে ধন্যবাদ জানান। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে এই বিল্ডিং তৈরির কাজ শুরু হয়। মাঝে কোভিডের কারণে বেশ কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকলেও পরে দ্রুত কাজ চলতে থাকে। এই বিল্ডিং এর প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। প্রত্যেকটি ফ্লোরে একটি করে আদালত কক্ষ তৈরি করা হয়েছে। মোট ২৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রথম বিচারপতি এদিন বলেন, প্রথম বিচারপতি বিল্ডিং তৈরির কাজ শুরু হবে। এরপর দুটি বিল্ডিং একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচারালয় তৈরি করা হবে। এতে বিচারক, আইনজীবী এবং বিচারপ্রার্থী সকলেরই সুবিধা

হবে। এদিন আদালত চত্বরকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন দখলদারি মুক্ত রাখাও জন্য মুখ্যর, আইনজীবী এবং বিচারপ্রার্থীদের কাছে আবেদন জানান তিনি। রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, ভূগমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অনেক নতুন আদালত বিল্ডিং তৈরির পাশাপাশি পুরনো বিল্ডিংগুলোর সংস্কার হয়েছে। উদ্দেশ্য মানুষের যাতে আদালতে এসে বিচার পেতে সুবিধা হয়। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম পর্যায় সাত তালার কাজ শেষ হয়েছে। প্রথম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, দ্বিতীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, তৃতীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এবং চতুর্থ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট নতুন ভবনে স্থানান্তরিত করা হবে।

Name Change
I, Hazi Md Saidul Islam (Old Name) S/O Hazi Abdur Razzak residing at Vill-Paschimpara, Po & Ps-Kharagm, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742147 do hereby decralre that I have changed my name from Hazi Md Saidul Islam to Md Sayedul Islam and henceforth I shall be known as Md Sayedul Islam. (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/07/2025. My name Md Sayedul Islam & Hazi Md Saidul Islam both are same and one identical person.

Name Change
I, Mehebul Shaikh (Old Name) S/O-Asmot Sk residing at Gajdharpura, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742102 do hereby decralre that I have changed my name from Mehebul Shaikh to Mehebul Sk and henceforth I shall be known as Mehebul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/07/2025. My name Mehebul Sk & Mehebul Shaikh both are same and one identical person.

Name Change
I, Sajenur Khatun (Old Name) W/O-Md Zakaria residing at Vill-Panditpur , Po-Maya , Ps-Lalgola , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742148 do hereby decralre that I have changed my name from Sajenur Khatun to Most Sajenur Khatun and henceforth I shall be known as Most Sajenur Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/07/2025. My name Most Sajenur Khatun & Sajenur Khatun both are same and one identical person.

Name Change
I, Rajia Khatun Imramul Islam (Old Name) W/O-Imramul Islam residing at Vill-Paschimpara , Po & Ps-Kharagm , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742147 do hereby decralre that I have changed my name from Rajia Khatun Imramul Islam to Rajia Khatun and henceforth I shall be known as Rajia Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/07/2025. My name Rajia Khatun & Rajia Khatun Imramul Islam both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Sahabuddin Mondal (Old Name) S/O- Aolad Mandal resident of Vill -Bikrampur, Po-Bikrampur , Ps- Nakashipara, Dist-Nadia West Bengal, Pin-741126 do hereby decralre that I have changed my name from Md Sahabuddin Mondal to Sahabuddin Mandal and henceforth I shall be known as Sahabuddin Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/07/2025. My name Sahabuddin Mandal & Md Sahabuddin Mondal both are same and one identical person.

Name Change
I, Sahara Bibi (Old Name) W/O-Mehebub Sk residing at Gajdharpura, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742102 do hereby decralre that I have changed my name from Sahara Bibi to Sahaba Bewa and henceforth I shall be known as Sahaba Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/07/2025. My name Sahaba Bewa & Sahara Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, REKHSONA BEGAM W/O Lt. Nur Islam Sk Residing at Vill-Uttarpura more, PO-Radharghat, PS-Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742187 W. B. do hereby solemnly affirm & declare my husband's actual Name Nur Islam Sk instead of Nurul Islam, as declared before the Ld. S.D.E.M 1st Class at Berhampore, Murshidabad on 17/7/2025. Nurul Islam and Nur Islam Sk both are same and one identical person.

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের সুবিধার্থে বিশেষ ট্রেন



গোরখপুর, ২৫ জুলাই : গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের সুবিধার্থে রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করা হচ্ছে। ২৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখে নিম্নলিখিত বিশেষ ট্রেনগুলিতে সন্ধ্যাকালীন বার্থআসনের সুবিধা নিম্নরূপ।- ছাপরা থেকে চলাচলকারী ০৫০৪৯ ছাপরা-অমৃতসর ভায়া গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনে ১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে এসি III ইকোনমি ক্লাসে ৩১৫টি বার্থ এবং ৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে এসি III ইকোনমি

ক্লাসে ৫৩১টি বার্থ পাওয়া যাবে। - ছাপরা থেকে চলাচলকারী গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনে ২৮ জুলাই, ২০২৫ তারিখে এসি III ইকোনমি ক্লাসে ৬৬৭টি বার্থ এবং ৩১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে এসি III ইকোনমি ক্লাসে ৬৬৬টি বার্থ পাওয়া যাবে। - ০৫০৬০ লালকুয়া-কলকাতা ভায়া গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনটি ৩১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে এসি ফার্স্ট ক্লাসে ৬টি বার্থ, এসি সেকেন্ড ক্লাসে ৫৪টি, এসি ইকোনমি থার্ড ক্লাসে ২১১টি এবং স্লিপার ক্লাসে ২৩৬টি বার্থ থাকবে। ৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে এসি ফার্স্ট ক্লাসে ৪টি বার্থ, এসি সেকেন্ড ক্লাসে ৫৬টি, এসি ইকোনমি থার্ড ক্লাসে ২০০টি এবং স্লিপার ক্লাসে ২২৬টি বার্থ থাকবে এবং ১৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে এসি ফার্স্ট ক্লাসে ৪টি বার্থ, এসি সেকেন্ড ক্লাসে ৫৬টি, এসি ইকোনমি থার্ড ক্লাসে ২৩৮টি এবং স্লিপার ক্লাসে ৩০২টি বার্থ থাকবে। - ০৫০২৯ বারানগী সিটি-লালকুয়া ভায়া গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনটি এসি টু টায়ারে ২৮টি, এসি থ্রি টায়ারে ৫০টি এবং স্লিপার ক্লাসে ২১৫টি বার্থ থাকবে। ২৬ জুলাই, ২০২৫ ২৮ জুলাই, ২০২৫ তারিখে এসি II টায়ারে ২৮টি বার্থ, এসি III টায়ারে ৮২টি বার্থ এবং স্লিপার ক্লাসে ২০২টি বার্থ এবং ৩০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে এসি II টায়ারে ২৯টি বার্থ, এসি III টায়ারে ৮৪টি বার্থ এবং স্লিপার ক্লাসে ২১৬টি বার্থ থাকবে। - ০৫০৩০ লালকুয়া-বারানগী সিটি ভায়া গোরক্ষপুর স্পেশাল ট্রেনে ২৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখে এসি II টায়ারে ৩১টি বার্থ, এসি III টায়ারে ৮১টি বার্থ এবং স্লিপার ক্লাসে ২০২৫ ২৮ জুলাই, ২০২৫ তারিখে এসি II টায়ারে ৮৮টি বার্থ এবং স্লিপার ক্লাসে ৩৬৬টি বার্থ থাকবে। ৩১শে জুলাই, ২০২৫।

Name Change
I, Swarup Banerjee S/O Late Tarapada Bandyopadhyay Residing at 12, B.T. Road, Trinayana Apartment, Block - 1, Flat - 4A, Rathtala, Po+Ps- Belgaria, District - Kolkata, Pin - 700056 West Bengal India shall henceforth be known as Swarup Bandyopadhyay. I declare that Swarup Banerjee and Swarup Bandyopadhyay is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-07-2025.

Name Change
I, Shreyashree Bandyopadhyay D/o Swarup Bandyopadhyay Residing at 12, B.T. Road, Trinayana Apartment, Block - 1, Flat - 4A, Rathtala, Po+Ps- Belgaria, District - Kolkata, Pin - 700056 West Bengal India shall henceforth be known as Shreyashree Banerjee. I declare that Shreyashree Bandyopadhyay and Shreyashree Banerjee is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-07-2025.

Name Change
I, TAPATI BISWAS (Old Name) W/O KAJAL CHANDRA BISWAS Residing at 14 Basunagar, Gate no 2 and 1/2, P.S. - Madhyamgram, District - North 24 Parganas, Pin - 7000129 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as RAMA BISWAS (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore vide affidavit no 929 dated 08-01-2018. TAPATI BISWAS (Old Name) and RAMA BISWAS (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, KAJAL BISWAS (Old Name) S/O Late GAYANODA BISWAS Residing at 14 Basunagar, Gate no 2 and 1/2, P.S. - Madhyamgram, District - North 24 Parganas, Pin - 7000129 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as KAJAL CHANDRA BISWAS (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore vide affidavit no 25125 dated 15-05-2018. KAJAL BISWAS (Old Name) and KAJAL CHANDRA BISWAS (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, SUNITHA SURANA and SUNITA SURANA (Old Name) D/O SUBHAS CHANDRA SURANA Residing at 73B, Pam Avenue, P.O.-Ballygunge, District - Kolkata, Pin - 700019 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as DOLLY LODHA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 22-07-2025. SUNITHA SURANA and SUNITA SURANA (Old Name) and DOLLY LODHA (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, REKHSONA BEGAM W/O Lt. Nur Islam Sk Residing at Vill-Uttarpura more, PO-Radharghat, PS-Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742187 W. B. do hereby solemnly affirm & declare my husband's actual Name Nur Islam Sk instead of Nurul Islam, as declared before the Ld. S.D.E.M 1st Class at Berhampore, Murshidabad on 17/7/2025. Nurul Islam and Nur Islam Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Santi Ranjan Dey (Old Name) S/O Late Shristy Dhar De Residing at 4 B.N Ghoshal Road, Kamarhati (M), Belgaria, District - North 24 Parganas, Pin - 700056 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Santi Ranjan De (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 25/2025 Dated 25-07-2025. Santi Ranjan Dey (Old Name) and Santi Ranjan De (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Monju Dey (Old Name) W/o Santi Ranjan De Residing at 4 B.N Ghoshal Road, Belgaria, District - North 24 Parganas, Pin - 700056 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Manju De (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 26/2025 Dated 25-07-2025. Monju Dey (Old Name) and Manju De (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Madhu Chanda Dey (Old Name) W/o Subrata Dey Residing at 33/A, B.N Ghoshal Road, Kamarhati (M), Belgaria, District - North 24 Parganas, Pin - 700056 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Madhu Chhanda Dey (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 27/2025 Dated 25-07-2025. Madhu Chanda Dey (Old Name) and Madhu Chhanda Dey (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Swarup Banerjee S/O Late Tarapada Bandyopadhyay Residing at 12, B.T. Road, Trinayana Apartment, Block - 1, Flat - 4A, Rathtala, Po+Ps- Belgaria, District - Kolkata, Pin - 700056 West Bengal India shall henceforth be known as Swarup Bandyopadhyay. I declare that Swarup Banerjee and Swarup Bandyopadhyay is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-07-2025.

Name Change
I, Shreyashree Bandyopadhyay D/o Swarup Bandyopadhyay Residing at 12, B.T. Road, Trinayana Apartment, Block - 1, Flat - 4A, Rathtala, Po+Ps- Belgaria, District - Kolkata, Pin - 700056 West Bengal India shall henceforth be known as Shreyashree Banerjee. I declare that Shreyashree Bandyopadhyay and Shreyashree Banerjee is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-07-2025.

Name Change
I, Sananda Lahiri W/o Swapan Kumar Lahiri Residing at 37, Shibachal Road, Lahiri Kalibari, P.O - Birati, P.S - Nimta, District - Kolkata, Pin - 700051 West Bengal India shall henceforth be known as Sunanda Lahiri. I declare that Sananda Lahiri and Sunanda Lahiri is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-07-2025.

এই বছরই হবে আইএসএল, ১০ দিনের মধ্যে ভারতের নতুন কোচ নিয়োগ কল্যাণ চৌবে

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাইঃ চরম অবস্থায় মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারতীয় ফুটবল। জাতীয় দলের পারফরম্যান্স তুলানিতে ক্রিশ্রীর তালিকায় ক্রমাগত নেমেই চলেছে মেন ইন ব্লুজ। এদিকে দেশের শীর্ষ টুর্নামেন্ট আইএসএল আপাত স্থগিত। সমস্ত বিষয়েই অভিজ্ঞদের আঙুল প্রধানত উঠছে এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের দিকে। তাই এবার ডায়ালেক কস্টোলে নামলেন ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে। তিনি আশ্রিত করেছেন যে, ইন্ডিয়ান সুপার লিগ চলতি বছরেই অনুষ্ঠিত হবে। তবে তিনি শীর্ষ স্তরের এই প্রতিযোগিতা কবে থেকে শুরু হবে, সে বিষয়ে কিছু বলেননি। সেই সঙ্গে কল্যাণ জানিয়েছেন, নতুন ভারতীয় কোচের বিষয়ে সিদ্ধান্ত আগামী ১০ দিনের মধ্যে নেওয়া হবে। আইএসএল আয়োজক এফএসডিএল ১১ জুলাই জানিয়েছিল, ১৫ বছর আগে এআইএফএফের সঙ্গে স্বাক্ষরিত মাস্টার রাইটস চুক্তি (এমআরএ) পুনর্নির্ধারণ ঘিরে অনিশ্চয়তার কারণে তারা ২০২৫-২৬ মরশুম স্থগিত রেখেছে। আইএসএল সাধারণত সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চলে। এফএসডিএল এবং এআইএফএফের মধ্যে বর্তমান এমআরএ-এর মেয়াদ এই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত। অর্থাৎ ডিসেম্বরের মধ্যে, ২০২৫-২৬ মরশুম তার তৃতীয় মাসে পৌঁছে য়েতা। সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশের পর ফেডারেশনকে বলা হয়েছিল, খসড়া সংবিধান মামলায় চূড়ান্ত রায় না দেওয়া পর্যন্ত, এমআরএ-এর নতুন শর্তাবলী নিয়ে এফএসডিএলের সঙ্গে যেন এআইএফএফ আলোচনা না করে। সুপ্রিম কোর্ট শ্রীহৃতি রায় দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। কল্যাণ চৌবে এদিন বলেন, “সময়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় আসার পরে এআইএফএফ এবং সমস্ত স্টেকহোল্ডাররা লিগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।” ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে চৌবে পিটিআইকে বলেন, “যদি লিগটি না হয়, তাহলে কেবল ফুটবলাররাই নয়, ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই, আমরা লিগটি যাতে অনুষ্ঠিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের যথাযথ চেষ্টা করব। আমি বলছি না যে দেরিতে হবে। আমরা জানি না কখন আদালতের সিদ্ধান্ত আসছে। তাই যখনই এটি আসবে, তখন অবশ্যই এআইএফএফ সিদ্ধান্ত নেবে, সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বসে নিশ্চিত করবে যে, আইএসএল-সহ অন্যান্য টুর্নামেন্টগুলি কতটা সুষ্টভাবে পরিচালিত হবে যাতে তারা পাবে।” জাতীয় দলের কোচ পদ এখন শূন্য। এ প্রসঙ্গে ফেডারেশনের সভাপতি বলেন, “সবকিছু টিকটাক থাকলে আগের মনে হয় ১০ দিনের মধ্যে কোচের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারব। আমরা কার্ভানবাহী কমিটির সভা করব এবং তারপরে প্রধান কোচের নাম ঘোষণা করা হবে।”

বাংলার নয়, শনিবাসরীয় ডার্বিতে ভিন রাজ্যের রেফারি

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ গত শনিবার কল্যাণীতে হওয়ার কথা ছিল কলকাতা ফুটবল লিগের মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে নিরপত্তা ব্যবস্থা আয়োজন করা সম্ভব নয় বলে পিছিয়ে দেওয়া হয় ডার্বি। এরপর আইএফএ ও নদিয়া জেলার পুলিশ কর্তাদের মধ্যে বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ২৬ জুলাই (শনিবার) কল্যাণীতেই অনুষ্ঠিত হবে এই মেগা ম্যাচ। ডার্বি উপলক্ষে কল্যাণী স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা বাড়াতে কাজের প্রস্তুতি গত কয়েক দিন ধরেই তুঙ্গে রয়েছে। পাশাপাশি চলছে মাঠ প্রস্তুতির শেষ মুহূর্তের কাজ। তবে মরশুমের প্রথম ডার্বিতে নামার আগে কিছুটা হলেও হতাশা লাল-হলুদ সমর্থকরা। এবারের লিগে খুব একটা ভাল জায়গায় নেই তাদের প্রিয় ক্লাব। লিগে চার ম্যাচে মাত্র পাঁচ পয়েন্ট পেয়েছে মশাল ব্রিগেড। ডার্বিতে নামার আগে শেষ ম্যাচে তারা হেরে গিয়েছিল পাটচক্রের কাছে। এদিকে মোহনবাগান শিবিরে এখন ফুরফুরে মেজাজ। নিজস্বের গ্রুপে তারা রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। পাঁচ ম্যাচে দশ পয়েন্ট নিয়ে ডার্বিতে নামার আগে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী মেরিনার্স। গোষ্ঠা পাল সরগির



মোহনবাগান। কিয়ান, সুহেল, দীপেন্দু, স্পেনরা গত এক সপ্তাহ ধরেই রিজার্ভ দলের সঙ্গে অনুশীলন করছেন। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও ম্যাচ খেলেছেন তারা। অভিষেক সূর্যবংশীও বৃহস্পতিবার অনুশীলন করেছেন সিনিয়র দলের সঙ্গে। ইস্টবেঙ্গলও মর্যাদার লড়াইয়ে। সিনিয়র দলের উপরই ভরসা রাখবে বলে জানা গিয়েছে।

দু’দিন আগেই পাঁচ গোলে জিতে ডুরান্ড কাপ অভিযান শুরু করেছিল লাল-হলুদ। তারা চাইছে ডার্বিতেও সেই পারফরম্যান্স ধরে রাখতে। লিগে পরপর তিন ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করার পর রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জ জানিয়েছিলেন, দলের হাল শুধরে নেওয়ার জন্য সিনিয়র স্কোয়াড থেকে প্লেয়ার চাইবেন তিনি। এবার লিগে প্রভাত লাকড়ার মতো সিনিয়র দলের সদস্যকে দেখা গিয়েছে লাল-হলুদ জার্সিতে। তাছাড়া জেসিন টিকে, তন্ময় দাস, সুমন দে’র মতো ফুটলাররাও এখন প্রাকটিস করেন সিনিয়র দলের সঙ্গেই। পাশাপাশি শনিবাসরীয় ডার্বির জন্য সিনিয়র দল থেকেও বেশ কিছু ফুটলারকে নথিভুক্ত করিয়েছে মশাল ব্রিগেড। সেই তালিকায় রয়েছেন দেবজি মজুমদার, ডেভিড লালহানসাদা, এডমন্ড লালরিনডিকা, মার্তও রায়না, লালরামসাদা এবং মার্ক জোথানপুইয়া। এদিকে, আইএফএ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চলতি ডুরান্ড কাপ খেলাতে ব্যস্ত বাংলার প্রথমসারির রেফারিরা। তাই ডার্বির জন্য যোগ্য রেফারি না পাওয়ার কারণে শনিবারের ডার্বিতে থাকবেন ভিন রাজ্যের রেফারি। তবে সহযোগী রেফারিরা সকলেই বাংলা।

সবুজ-মেরুন ছেড়ে আবেগপ্রবণ ভারতীয় ডিফেন্ডার আমনদীপ

দূরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

শেষ কিছু সিজন ধরে মোহনবাগানের হয়ে যথেষ্ট ভালো পারফরম্যান্স করে আসছিলেন আমনদীপ বৃথানা। জুনিয়র দল থেকে যাত্রা শুরু করে পরবর্তীতে অনায়্যেই সিনিয়র দলে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন হরিয়ানার এই ফুটবলার। গত ২০২৬-২০২৮ মরসুমে দলের হয়ে ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ জয়ের পাশাপাশি গত দু’টি মরসুমে দলের আইএসএল লিগে শিল্ড জয়ের ও অংশীদার ছিলেন বছর কুটির এই ডিফেন্ডার। বলতে গেলে যখনই সুযোগ পেয়েছেন নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন আমনদীপ। তবে গত মে মাসেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল মরদানের এই প্রাচীর। শোনা যাচ্ছিল নয়া সিজনে তাঁকে নিতে আগ্রহী অন্যান্য একাধিক ফুটবল ক্লাব। তবে সবুজ-মেরুন ছেড়ে আসেও তিনি অন্যত্র যোগদান করবেন কিনা সেই নিয়ে দেখা দিয়েছিল ধোঁয়াশা। তবে শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান ছাড়লেন এই ভারতীয় ফুটলার। নিজের সোশ্যাল মিডিতে সবুজ-মেরুন জার্সিতে লিগ শিল্ড হাতে নিয়ে একটি ছবি আপলোড করেন আমনদীপ। সেইসাথে ক্যাপশনে তিনি লেখেন, “মোহনবাগান পরিবারের সাথে এতাই বছরের অবিস্মরণীয় সময় কাটিয়েছি। রিজার্ভ দল থেকে সিনিয়র দলে স্থান পেয়েছিলাম। তবে এখন আমার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সময় এসেছে।” সমর্থকদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, “আমি ক্লাবের প্রতিটি সমর্থককে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনারা সবাই আমার কাছে



সমর্থকের থেকে ও অনেক বেশি কিছু। আপনারা সকলেই আমার শক্তি, আমার প্রেরণা এবং আমার পরিবার। আপনাদের ভালোবাসা, সমর্থন এবং স্ট্যান্ড থেকে আসা গান আমাকে সবুজ এবং মেরুন জার্সি পরে আমার সেরাটা দেওয়ার শক্তি দিয়েছে। আপনাদের সামনে, এই ঐতিহ্যবাহী জার্সি পরে খেলা, এমন কিছু যা আমি সর্বদা গর্ব এবং কৃতজ্ঞতার সাথে বহন করব। আমি এখানে কেবল একজন খেলোয়াড় হিসেবেই নয়, একজন ব্যক্তি হিসেবেও বেড়ে উঠেছি। শিক্ষা, আবেগ, উত্তরাধিকার - আমি যেখানেই যাই না কেন, এগুলো আমার সাথে নিয়ে যাব। আরও যোগ্য করেন, মোহনবাগান কেবল একটি ক্লাবের চেয়েও বেশি কিছু। এটি একটি আবেগ, একটি উত্তরাধিকার। আমি এখানে অনেক কিছু শিখেছি। জার্সির গুরুত্ব বুঝেছি। কোচ, কর্মী, সতীর্থ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সকল সমর্থকদের ধন্যবাদ। আমি চিরকাল এটি আমার হৃদয়ে ধারণ করে রাখব।

১ আগস্ট শ্রীজেশের হাতে ‘ভারত গৌরব’ পুরস্কার তুলে দেবে লাল-হলুদ

দূরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

দেখতে দেখতে ১০৬ বছরে পা দিতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। ১ আগস্ট জন্ম হয়েছিল পদ্মা পাড়ের এই ক্লাবের। দেশ ভাগের আগে মূলত ওপার বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তুদের উদ্যোগেই শুরু হয়েছিল এই ক্লাবের যাত্রা। এ বছরও ১ আগস্ট মহাসমারোহে পালিত হবে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতি বছরের মতো এবারও নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হবে লাল-হলুদের এই বিশেষ দিন। ক্লাব তারুতে প্রধান প্রতিষ্ঠাতা সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, শৈলেশ বসু ও নশা সেনের



প্রতিকৃতি মালাদান, প্রদীপ প্রজ্জলন ও পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে হবে অনুষ্ঠানের শুরু। ১ আগস্ট বিকেলে মুরদারাম অনুশীলন কেন্দ্রে হবে মূল অনুষ্ঠান। সেখানে ক্রীড়াঙ্গণের গুণীজনদের সম্মাননা জানানো হবে। বিশেষ আতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস, কলকাতার মহানগরিক ফিরহাদ হাকিম। শতাব্দী প্রাচীন এই ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ বছর ইস্টবেঙ্গলের ভারত গৌরব সম্মান তুলে দেওয়া হবে কিংবদন্তি হকি তারকা পি আর শ্রীজেশের হাতে।

এর আগে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে। এরপর এই সম্মান পাচ্ছেন ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। পাশাপাশি এই অনুষ্ঠান থেকে বর্ষসেরাদেরও পুরস্কৃত করা হবে। ১ আগস্ট ভারত গৌরব ও জীবনকৃতি সম্মানের পাশাপাশি বর্ষসেরা ফুটবলার এবং ক্রিকেটারদেরও সম্মান জানানো হবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে। এ বছর জীবনকৃতি সম্মান পাচ্ছেন প্রাক্তন অধিনায়ক সত্যজিৎ মিত্র ও মিহির বসু। বর্ষসেরা ফুটবলারের সম্মান পাবেন শৌভিক চক্রবর্তী ও

সৌমা গুপ্তা। সেরা উদীয়মান ফুটবলার পিভি বিষ্ণু। পাশাপাশি লেন্সি ব্রুডিয়াস সরগির ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পাবেন কনিষ্ক শেঠ। সেরা কোচ হিসাবে পিকে ব্যানার্জি স্মৃতি সম্মান পাবেন সঞ্জল সেন ও অ্যান্টনি অ্যান্ড্রু। সেরা রেফারির সম্মান পাবেন ককণা চক্রবর্তী ও কার্তিক হিন্দু। ‘প্রাইড অব বেঙ্গল’ বীকতি দেওয়া হবে ইস্টবেঙ্গল ও ভারতীয় মহিলা দলের ফুটবলার সন্দীতা বাসফেরকে। গ্র্যান্ডমাস্টার দাবাড়ু আরণ্যক ঘোষকেও সংবর্ধনা জানানো হবে

ভারতের কোচ হওয়ার আবেদন জাতির বিরোট অঙ্কের চুক্তির ‘আশঙ্কায়’ পত্রপাঠ খারিজ!

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাইঃ ভারতীয় ফুটবলের হেডস্কেয়ারের খোঁজে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। সেই তালিকায় হঠাৎ চমক। প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন খোদ বার্সেলোনার কিংবদন্তি জাভি হার্নান্দেজ! “ছিলেন।” তার কারণ, বার্সেলোনার প্রাক্তন ম্যানেজারের আবেদন ইতিমধ্যেই নাকচ করেছে ফেডারেশন। আডালে টাকার গল্প। জাতির প্রত্যাশামানিক বেতনের খরচ জোগানো সংস্থার পক্ষে অসম্ভব। তাই আজি আসামাত্র বাতিল। একটি সর্বভারতীয় দৈনিকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এআইএফএফ-এর কাছে এসে পৌঁছানো অ্যাপ্রোকেশনের তালিকায় জাভির নাম দেখে চমকে যান কর্তারা। লিস্টে ছিলেন আরও কয়েকজন পরিচিত মুখ-ভারতের প্রাক্তন কোচ স্টিফেন কনস্টানটাইন, লিভারপুলের প্রাক্তন ফুটবলার হ্যারি কিউয়েল, খালিদ জামিল প্রমুখ। জানা গিয়েছে, জাভি নিজের ব্যক্তিগত ইমেলে আইডি থেকেই আবেদনপত্র পাঠান। যদিও ফর্মের অন্যান্য জায়গা ভরাট থাকলেও ফোন নম্বরের বক্স ফাঁকা ছিল। এআইএফএফ-এর জাতীয় দলের ডিরেক্টর সূত্রত পাল ঘটনার সত্যতা



গোটা ব্যাপার বেশিদূর এগোয়নি। কারণটা আর কিছু নয়, বায়ব্ছল চুক্তির আশঙ্কা। এআইএফএফ-এর টেকনিক্যাল কমিটির এক সদস্যের কথায়, “ধরুন, জাভি সত্যিই ভারতীয় ফুটবলে আসার এবং আমরা তাকে রাজি করতে পারলাম-তবুও তার সঙ্গে চুক্তি করতে আমাদের বিরোট অঙ্কের টাকা খরচ করতে হবে!” উল্লেখ্য, এর

আগে একটি সাক্ষাৎকারে জাভি নিজেই জানিয়েছিলেন, তিনি ভারতীয় ফুটবল নিয়ে আগ্রহী। অতীতে অনেক স্প্যানিশ কোচ এদেশে কাজ করছেন, যা তাঁর কৌতূহলের মাত্রা বাড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, খেলোয়াড় হিসেবে জাভির দুনিয়াজোড়া পরিচিতি। বার্সেলোনা মিডফিল্ডে আড্রেস ইনিয়েস্তা আর কিংবদন্তি বুসকেতসের সঙ্গে তাঁর জুটি সজ্জিত তকমা পেয়েছে। ‘লা মাসিয়া’র ভাবশয্যে ক্লাবের হয়ে ৭৬৭টি ম্যাচ খেলেছেন। বার্সার জার্সিতে জিতেছেন-৮টি লা লিগা, ৩টি কোপা দেল রে, ৪টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ২টি ‘কনটিনেন্টাল ট্রবল’। ২০১৫ সালে পাড়ি দেন কাতারের ক্লাব আল সাদ-এ। সেখানেও চারটি ট্রফি জেতেন। ২০১৯ সালে ফুটবল থেকে অবসর নেন জাভি। জাতীয় দলের জার্সিতে জাভির সাক্ষাৎ ইর্থবার্গ। স্পেনের হয়ে তিনি জিতেছেন ২০০৮ ইউরো, ২০১০ ফিফা বিশ্বকাপ, ২০১২ ইউরো। বার্সেলোনার কোচ হিসেবে জাভি ২০২৬ সালে সুপারকোপা দে এসপ্যানিয়া এবং ২০২২-২৩ মরশুমে লা লিগা জেতেন। তাঁর কোচিংয়ে ক্লাবের যুব দল নতুন করে গতি পায়।

নতুন দলের হেড কোচ হলেন গম্ভীরের প্রাক্তন সহকারী অভিষেক নায়ার



লখনউ, ২৫ জুলাইঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে দীর্ঘ সময় কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে যুক্ত। কেকেঅরের অ্যাকাডেমিও আইপিএলের প্রাক্করসূম প্রস্তুতিতে তিনিই সর্বেসর্বা। আইপিএলে কলকাতা

নাইট রাইডার্সের পাশাপাশি গম্ভীরের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন জাতীয় দলেও। যদিও ভারতীয় দলের সহকারী কোচের পদ থেকে ছাটি করা হয়েছিল। আইপিএলের গত মরসুমে মাঝপথেই কেকেঅরে সহকারী কোচ হয়ে ফিরেছিলেন। সম্প্রতি মুম্বই প্রিমিয়ার লিগ টি-টোয়েন্টিতেও একটি দলের হেড কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। এ বার উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের নতুন চ্যালেঞ্জ অভিষেক নায়ারের কাছে। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে তিনটি সংস্করণ হয়েছে। এর মধ্যে দু-বার ট্রফি জিতেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। বাকি এক বার ট্রফি জিতেছে স্মৃতি মাহানার নেতৃত্বাধীন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। পাঁচ দলের টুর্নামেন্টে এখনও অবধি সবচেয়ে হতাশার পারফরম্যান্স ইউপি ওয়ারিয়র্সের। প্লে-অফেও পৌঁছাতে পারেনি তারা। কোচ বদলে ভাগ্য বদলের প্রত্যাশা ইউপি ওয়ারিয়র্সের। বিগ ব্যাশে কোচি করােন জন লুইসের পরিবর্তে ইউপি ওয়ারিয়র্সের হেড কোচ করা হল অভিষেক নায়ারকে। নতুন দায়িত্ব গ্রসঙ্গে অভিষেক নায়ার বলেন, “অতীতেও এই ব্র্যান্ডাইজির সঙ্গে কাজ করেছি। নতুন ভূমিকা সামলানোর অপেক্ষায় রয়েছি। উইমেন্স ক্রিকেটের জন্য ডব্লিউপিএল দূরদূর মঞ্চ। ইউপি ওয়ারিয়র্সের তির মজবুত সকলে মিলে ভালো কিছু লক্ষ্যেই নামব।”

রাজদীপের হ্যাটট্রিকে উড়ে গেল কেরল, বিসি রায় ট্রফির শেষ চারে বাংলা

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ কেরলকে হারিয়েই এবার সম্ভব ট্রফি জিতেছে বাংলা। এবার দাদাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দক্ষিণের সেই রাজ্যকেই হারিয়ে অনুর্ধ্ব-১৬ উ. বিসি রায় ট্রফির শেষ চারে উঠে গেল বাংলার ছোটরা। এদিন তারা কেরলকে হারিয়েছে ৪-০ গোলে। ফাল্গুন দত্তের কোচিংয়ে তামিলনাড়ুকে ২-১ গোলে হারিয়ে এবারের বিসি রায় ট্রফির অভিযান শুরু করেছিল বাংলা। দ্বিতীয় ম্যাচে দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও



বাংলা মেঘালয়কে হারায় ৪-২ গোলে। আর এবার কেরলকে উড়িয়ে দিয়ে ফাল্গুনীর ছাত্ররা পা রাখল সেমিফাইনালে। এদিন বলতে গেলে বাংলার ঝড়ে উড়ে গিয়েছে কেরলা। গত ম্যাচে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকের পর কেরলের বিরুদ্ধেও হ্যাটট্রিক করেছে বাংলার রাজদীপ পাল। অন্য গোলটি দুর্গেশ তেওয়ারির। প্রথমার্ধে বাংলা এগিয়ে ছিল এক গোলে। এই জয়ের ফলে টানা তিন ম্যাচ জিতে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে সেমিফাইনালে পৌঁছল বাংলা।

দলবদলের বাজারেও ‘বড় ক্লাব’ হয়ে উঠতে চায় লিভারপুল

এমনিতে দলবদলের বাজারে বরাবরই পরিমিত লিভারপুল। খুব বেশি খরচেন নয় তারা কখনোই। তবে গত মরসুমের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতে রেকর্ড স্পর্শ করার পর ক্লাব কর্তৃপক্ষের মনে হয়েছে, তারা যে বিশ্বের সেরা ক্লাবগুলির একটি, সেই বার্তা দেওয়া উচিত দলবদলের বাজারেও। নিজেদের অবস্থান পোক্ত করতে আর ভবিষ্যতে তাকিয়েই এবার দেদার অর্থ ঢালছে তারা ফুটবলার কেনায়।

লিভারপুল, ২৫ জুলাইঃ দলবদলের বাজারে এবার দারুণ সক্রিয় লিভারপুল। তাদের সবচেয়ে সংযোজন উগো একিতিকে। আইনট্রাণ্ট ফ্রান্সফুট থেকে ফরাসি এই ফরোয়ার্ডকে পেতে নানা সংযুক্তিসহ তাদের খরচ ৭ কোটি ৯০ লাখ পাউন্ড। তাকে নিয়ে চলতি দলবদলে লিভারপুলের মোট খরচ ৬০ কোটি পাউন্ড ছুঁতে চলেছে। ক্লাব ছেড়ে যাওয়া ছয় ফুটবলার থেকে তাদের প্রাপ্তি ৬ কোটি ৪০ লাখ পাউন্ডের মতো। এই অঙ্ক বাদ দিলেও মোট খরচ বিশাল, লিভারপুলের জন্য যা বিরল ব্যাপার। আর্থিক স্থিতিশীলতার ব্যাপারটি এই ক্লাবের কাছে সবসময়ই দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য তারা বরাবরই খুব সাবধান থাকে দলবদলের বাজারে। তবে দ্য আথলেটিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্লাবের প্রধান নির্বাহী বিলি হোগান বলেন, “অনেক বছর ধরে আর্থিক স্থিতিবস্থা গড়ে তবুই দলবদলে এতটা খরচ করার ভিত পেয়েছে ক্লাবটি। এটা ফ্রেঞ্চ এমনিই হয়ে যায়নি, অনেক বছর ধরেই এটা গড়ে উঠেছে। একটি ব্যাপারে আমরা ধারাবাহিকভাবে জোর দিয়েছি, তা



হলো ‘গুণী চক্র’। চেষ্টা করেছি ক্লাবকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে, যতটা সম্ভব রাজস্ব মেনে আনা করতে পারি। এটাই সহায়তা করেছে দলে আরও বেশি বিনিয়োগ করতে। আলাদা করে ফ্রেঞ্চ একটি গ্রীষ্ম বিবোনায় নিলে এটা উপলব্ধি করা কঠিন। এতে ভুল বোঝার

অবকাশ থাকে। গত গ্রীষ্মেই অনেক আলোচনা হয়েছে যে, আমরা যথেষ্ট খরচ করিনি (দলবদলে)।” দলবদলের বাজারে যথেষ্ট খরচ না করা নিয়ে সমালোচনা হলেও গত মরসুমে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনেকটা পেছনে ফেলে নতুন কোচ আর্না স্লটের

কোচিংয়ে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতে নেয় লিভারপুল। প্রিমিয়ার লিগ জয়নায় এটি তাদের ফ্রেঞ্চ দ্বিতীয় শিরোপা হলেও ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগের ইতিহাসে ছিল ২০তম শিরোপা, যেখানে তারা স্পর্শ করে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের রেকর্ড। “আমরা এটাও বুঝতে পেরেছি। ইংলিশ লিগে রেকর্ড ২০তম শিরোপার পর আমরা বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্লাবগুলির একটি। আমরা এটা নিশ্চিত করতে চাই যে আমাদের পদক্ষেপও তেমন বড় ক্লাবের মতো হবে। অনেক বড় বৈশ্বিক তারকারা অ্যানফিল্ডে খেলেও, হংকং ও জাপানের মতো জায়গায় স্টেডিয়াম পরিপূর্ণ থাকবে লিভারপুলের খেলায়, আমাদের প্রত্যাশা এমন কিছুই।” প্রাক-মরসুম প্রস্তুতি পরে এখন এশিয়া সফরে আছে লিভারপুল। হংকংয়ে শনিবার তারা লড়বে এসি মিলানের বিপক্ষে। আগামী বুধবার জাপানে তারা লড়বে ইয়োকোহামা এফএমের বিপক্ষে। প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরসুমে শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করবে তারা আগামী ১৫ আগস্ট, ঘরের মাঠে লড়বে গত মরসুমের চমক বোর্নমাউথের সঙ্গে।

সুচিকিংসা

২৭ বর্ষ • অন্তিম সংখ্যা • ১ জুলাই ২০২৫

সুচিকিংসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন